লেখক, অনুবাদক ও
কপি সম্পাদক গাইড
IIIT স্টাইল শীট

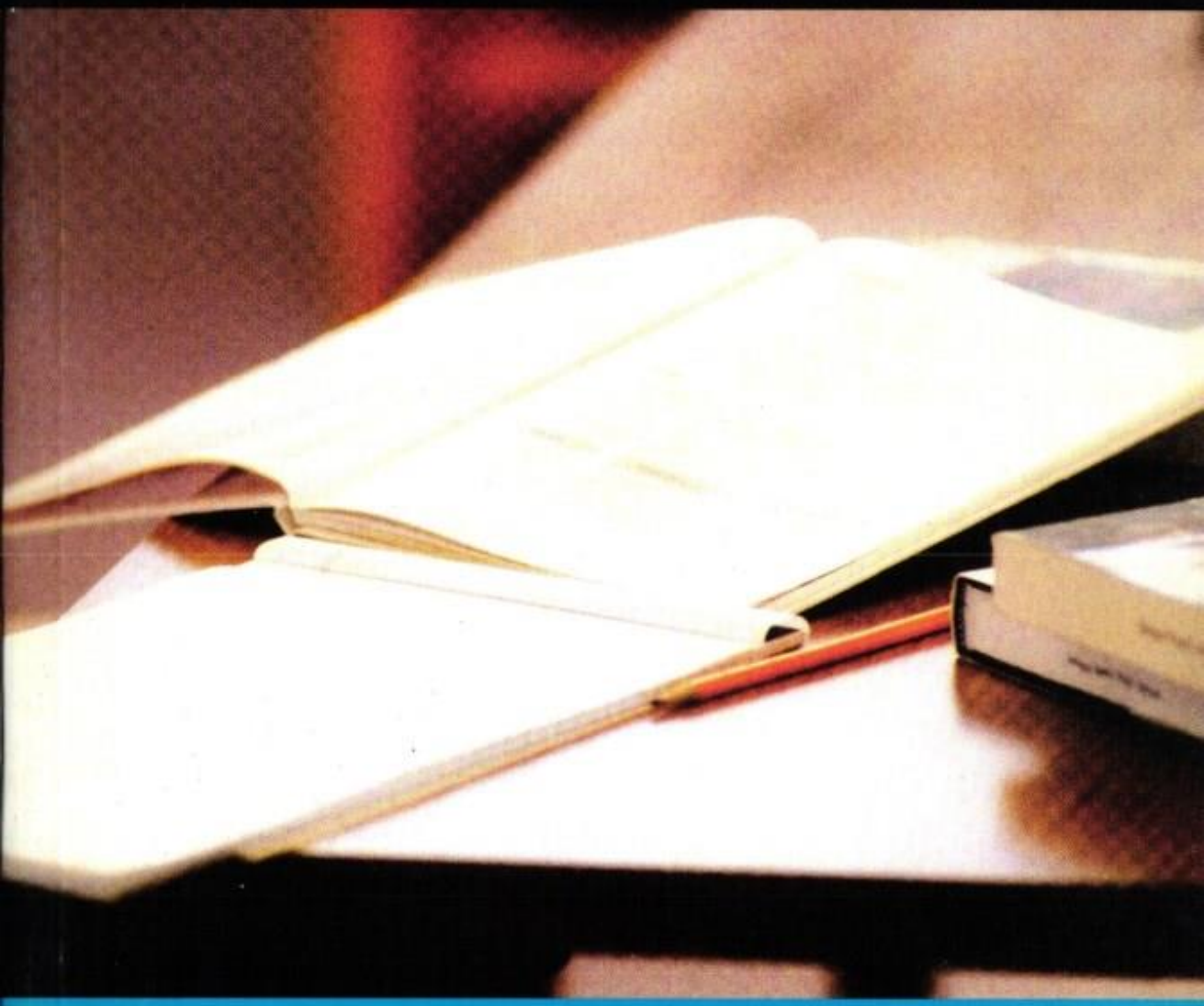

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

লেখক, অনুবাদক ও কপি সম্পাদক গাইড

IIIT স্টাইল শীট

মূল

আই আই আই টি, আমেরিকা

অনুবাদ

এম রুহুল আমিন

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

www.pathagar.com

২

লেখক, অনুবাদক ও কপি সম্পাদক গাইড

IIIT স্টাইল শীট

মূল

আই আই আই টি, আমেরিকা

অনুবাদ

এম রুহুল আমিন

ISBN

৯৮৪-৭০১০৩-০০১২-০

প্রথম প্রকাশ:

জানুয়ারী ২০০৯, মাঘ ১৪১৫, সফর ১৪৩০

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

বাড়ী ২, সড়ক ৪, সেক্টর ৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০

ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬, ০৬৬৬২৬৮৪৭৫৫, ০১৫৫৪৩৫৭০৬৬

ফ্যাক্স : ৮৯৫০২২৭, Email : biit_org@yahoo.com

মুদ্রণ

চৌকস প্রিন্টার্স, ঢাকা

মূল্য

৫০.০০ টাকা, ৫.০০ ডলার

www.pathagar.com

A Guide for Authors, Translators and Copy-Editors prepared by IIIT, America and translated into Bengali by M Ruhul Amin and published by Bangladesh Institute of Islamic Thought, Dhaka, Bangladesh. House # 2, Road # 4, Sector # 9, Uttara Model Town, Dhaka-1230, Bangladesh. Phone : 8950227, 8924256, 06662684755, 01554357066 Fax : 8950227, Email : biit_org@yahoo.com. Price : Tk. 50.00, 5.00 Dollar

উৎসর্গ

ইয়ামিন আরাফাতকে

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

মৌলিক ও গবেষণা কাজের জন্য লেখক ও গবেষকদের কিছু নিয়ম-নীতি অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়। মানসম্পন্ন মৌলিকতার স্বার্থেই এর প্রয়োজন। লেখা ও গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক রীতি নীতি অনুসরণের নিমিত্ত নির্দেশনামূলক প্রকাশনা তেমন একটা চোখে পড়ে না। ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট-আমেরিকা প্রকাশিত A Guide for Authors, Translators and Copy-Editors বইটি এ ব্যাপারে একটি বিশেষ সংযোজন। লেখক ও গবেষকদের জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট এ বইটি অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। বইটি লেখক-গবেষক ও অনুবাদকদের বেশ উপকারে আসবে বলে আশা করি।

ড. মোঃ লুৎফর রহমান

নির্বাহী পরিচালক

বি আই আই টি, ঢাকা

www.pathagar.com

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
	প্রকাশনা পদ্ধতি	৭
১.১	প্রাথমিক কাজ	৭
১.২	প্রাপ্তি স্বীকার	৭
১.৩	উন্নতমানের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তি	৭
১.৪	কপি সম্পাদনা	৮
১.৫	অভ্যন্তরীণভাবে প্রুফ তৈরিকরণ	৯
১.৬	মার্কিংকরণ	৯
১.৭	প্রথম পৃষ্ঠা প্রুফসমূহ	১০
১.৮	সংশোধিত প্রুফ-পৃষ্ঠা	১১
১.৯	'রিপ্‌রো	১১
১.১০	কে কি করে?	১২
	গ্রন্থকারদের জন্য নির্দেশাবলী	১৩
২.১	প্রোডাকশন পদ্ধতি জেনে নিন	১৩
২.২	প্রোডাকশন পথটি জানতে হবে	১৪
২.৩	যখন ই- মেইল একমাত্র রুট	১৫

www.pathagar.com

২.৪	IIIT -স্টাইল শীট জানুন	১৬
	অনুবাদকদের জন্য নির্দেশিকা	১৭
৩.১	অনুবাদ কাজের যোগ্যতা	১৭
৩.২	অনুবাদ কাজের সংজ্ঞা	১৭
৩.৩	সংজ্ঞার ব্যাপক অর্থ	১৭
৩.৪	কৌশল প্রণয়ন	১৮
	স্টাইল শীট	২১
৪.১	আমেরিকান, বৃটিশ নয়	২১
৪.২	প্রতিবর্ণায়ন বিধি	২১
৪.৩	বাঁকা অক্ষরের ব্যবহার	২৪
৪.৪	কোটেশন	২৫
৪.৫	প্রারম্ভিক বড় হাতের বর্ণ ব্যবহার	২৬
৪.৬	al-/the এর ব্যবহার	২৮
৪.৭	গ্রন্থপঞ্জী সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য	২৯
৪.৮	অধিক গ্রহণযাগ্য স্টাইল	৩০
৪.৯	গ্রন্থকার-তারিখ স্টাইল	৩৬
৪.১০	বিবিধ বিষয়	৩৯
	পরিশিষ্ট ১ : আমেরিকান ইংরেজি বানান	৪৩
	পরিশিষ্ট ২ : বিশেষ ধরনের বানান	৪৪
	পরিশিষ্ট ৩ : প্রতিবর্ণায়ন সারণী	৪৮

www.pathagar.com

১ প্রকাশনা পদ্ধতি

শুধুমাত্র প্রুফ রিডিং পর্যায়ে গ্রন্থকার ও অনুবাদকগণ প্রকাশনার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট হলেও মোটামুটি প্রক্রিয়াটা সম্পর্কে অবগত থাকলে প্রকাশনা পদ্ধতির নিয়ম-কানুনগুলোকে অনুসরণ করা আরো সহজ ও স্বচ্ছন্দ হতে পারে।

১.১ প্রাথমিক কাজ

প্রকাশনার জন্য জমা দেয়া হয়েছে বা প্রকাশনার জন্য প্রস্তুত আছে এমন পাণ্ডুলিপি মূল্যায়নের জন্য HIT বিজ্ঞজনদের নিয়োজিত করতে পারে। মতামতদানকারীর মতানুসারে গ্রন্থকার কর্তৃক পূর্বে প্রদত্ত কোন বিষয়ের বিষয়বস্তু, পরিধি, বিষয়বস্তুর দৈর্ঘ্য, পর্যায় ও পাণ্ডুলিপির বিন্যাসের সাথে সম্পাদক একমত হতে পারেন। প্রকাশনার বিষয়বস্তু (Outline) স্থির হয়ে গেলে বইয়ের সরবরাহ, তারিখ ও প্রকাশনা সিডিউল ঠিক করা হবে আর আনুষ্ঠানিক একটা চুক্তি সম্পাদন করা হবে। প্রকাশনার এ পর্যায়ে গ্রন্থকারগণ গ্রন্থস্বত্ব সম্পর্কে সম্পাদকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে পদ্ধতিটি ত্বরান্বিত হতে পারে। কারণ, প্রকাশনা প্রস্তুতির এ পর্যায়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করা সম্ভব না হলে প্রকাশনার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি পাবার বিষয়টি অনিষ্পন্ন থেকে যেতে পারে।

১.২ প্রাপ্তি স্বীকার

গ্রন্থকারের কাছ থেকে সম্পাদক পাণ্ডুলিপি বুঝে নিবেন ও প্রাপ্তি স্বীকার করবেন। প্রাপ্তি স্বীকারের সময় পাণ্ডুলিপির সাথে কি কি পেলেন তা স্পষ্টভাবে প্রাপ্তি স্বীকার পত্রে উল্লেখ করবেন, পাণ্ডুলিপিটি সম্পূর্ণ কি না এর সাথে একাডেমিক বিষয়বস্তু (তথ্যসূত্র, গ্রন্থপঞ্জি, সূচী, পরিশিষ্ট ইত্যাদি) ছাড়াও অন্যবিধ বিষয় (ম্যাপ, চিত্র, সারণী ইত্যাদি) লেখক বা গ্রন্থকার সংযুক্ত করেছেন কি না তা দেখে নেবেন। পাণ্ডুলিপির সাথে এগুলোর কোনটি না থাকলে তার একটা তালিকা প্রস্তুত করে নিবেন।

১.৩ উন্নতমানের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তি

সম্পাদক প্রয়োজন মনে করলে পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু গ্রন্থকারের বক্তব্য অনুযায়ী ঠিক আছে কি না তা যাচাই করে দেখার জন্য কোন একাডেমিক বিশেষজ্ঞের কাছে প্রেরণ করতে পারেন। সম্পাদক যদি মনে করেন যে, পাণ্ডুলিপির সবগুলো জিনিস ঠিকঠাক আছে তখন তিনি পাণ্ডুলিপিটি গ্রন্থকার বা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনাকারীর কাছে প্রেরণ করবেন। গ্রন্থকার পাণ্ডুলিপিটিকে ব্যাপকভাবে সুবিন্যস্ত ও গ্রহণযোগ্য করে দেবেন। এ পর্যায়ে রেফারেন্স বা কোটেশনের কোন স্বল্পতা দেখা গেলে, অনুবাদের ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সেগুলোকে ঠিকঠাক করে নিতে হবে। এ পর্যায়ে কপি-এডিটর (copy-editor) কর্তৃক ব্যাপক কোন পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে তা গ্রন্থকারকে দেখিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে "উন্নতমানের পাণ্ডুলিপি" পাওয়া যেতে পারে। গ্রন্থকার বা কপি-এডিটরকে এ পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে ঃ

www.pathagar.com

ক. পাণ্ডুলিপির বিষয়টি প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট হবে; অপ্রয়োজনীয় প্রায়োগিক বিষয় (Technicality), অস্পষ্টতা, দ্ব্যর্থকতা বা দুর্বোধ্যতা থেকে মুক্ত হবে;

খ. সুগঠিত বাক্য, অনুচ্ছেদ ও সেকশনের (section) মাধ্যমে সুসমন্বিত ও ধারাবাহিকতার মাধ্যমে যুক্তি উপস্থাপন করা হবে যাতে পাঠকবৃন্দ (যার ফলে যাদের উদ্দেশে লেখা) তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে;

গ. পরোক্ষভাবে উল্লিখিত বিষয়, রেফারেন্স, নাম তারিখসহ অন্যান্য তথ্যগুলো যথাসম্ভব সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে;

ঘ. পাণ্ডুলিপিতে উদ্ধৃত বিষয় ও সূত্রগুলো সঠিক হয়েছে:

ঙ. অনূদিত বিষয়গুলো সঠিক ও প্রয়োজনীয় হতে হবে, অনুবাদের ক্ষেত্রে যাতে এত বেশী অননূদিত শব্দ পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত না করা হয়। বেশী মাত্রায় অননূদিত শব্দ বা বাক্যাংশ পাণ্ডুলিপিতে থাকলে তাকে অনুবাদকৃত পাণ্ডুলিপি বলে মনে হবে না।

১.৪ কপি সম্পাদনা

এ পর্যায়ের কাজ হলো উন্নতমানের পাণ্ডুলিপির একটি 'চূড়ান্ত খসড়া' প্রস্তুত করা। কপি সম্পাদনকারী বা কপি-এডিটরকে এ পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো দেখতে হবে ঃ

ক. প্রস্তুতকৃত পাণ্ডুলিপিটি পুরোপুরি IIIT'র স্টাইলের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত হয়েছে কি না;

খ. পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত পাদটীকা ও ক্রস রেফারেন্সকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে (যেমন, পাদটীকায় প্রদত্ত রেফারেন্সের তথ্যের সাথে গ্রন্থপঞ্জিতে প্রদত্ত তথ্যের কোনরকম গরমিল বা দ্বন্দ্ব থাকবে না; একইভাবে মূল পাঠে ব্যবহৃত শিরোনাম ও সূচীতে ব্যবহৃত শিরোনাম একই হতে হবে);

গ. পুরো মূলপাঠের মধ্যে (original text) শিরোনামগুলো যাতে স্পষ্ট, সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ফরম্যাট করা হয় তা লক্ষ্য রাখতে হবে;

ঘ. অনুচ্ছেদগুলোর স্টাইল যাতে (যেমন, একটি শিরোনাম দেয়ার পর প্রথম অনুচ্ছেদ, গদ্য বা পদ্যের উদ্ধৃতি) স্পষ্ট, সঠিক ও পুরো টেক্সটে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ঙ. বই-এর গঠন বৈশিষ্ট্য (character style) যেমন, কীভাবে কোন বইয়ের নাম সংক্ষিপ্ত করা হয় বা কোন নামের বানান করা হয় বা যদি কোন শব্দ ইটালিক করা হয়) হবে স্পষ্ট ও সঠিক এবং পুরো টেক্সট জুড়ে চরিত্রগুলো হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ;

www.pathagar.com

চ. টেক্সট হবে অর্থপূর্ণ। এ বিষয়টি পূর্ববর্তী বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট (উন্নতমানের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তির লক্ষ্যে), তবে চোখ আর অন্তর খোলা রাখলে বাদ পড়া বা টেক্সটির বিপরীত বা ত্রুটিপূর্ণ বিষয়গুলো ধরা পড়বে। যথাযথ মনে করলে কপি এডিটর (কপি সম্পাদনাকারী) প্রয়োজনীয় স্থানে শব্দ ব্যবহারের নির্দেশনা দিতে পারেন যাতে ভুলটি শুদ্ধ হয়ে যায়, বা ত্রুটি সারাতে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে পারেন। কপি এডিটরের মতামত গ্রহণীয় হবে কি না বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য গ্রন্থকারের কাছে পাণ্ডুলিপি পাঠাবেন কি না তা সম্পাদক ঠিক করবেন।

১.৫ অভ্যন্তরীণভাবে প্রুফ তৈরিকরণ

চূড়ান্ত খসড়া (Final draft) পাণ্ডুলিপির একটি কপি সাধারণতঃ প্রুফ রিডিং-এর জন্য গ্রন্থকারের কাছে প্রেরণ করা হয়। কোন কোন সময়ে প্রোডাকশন সিডিউল ও অন্যান্য বাস্তবতার কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠে না। চূড়ান্ত খসড়ার (Final draft) একটি কপি সংশোধনের জন্যও গ্রন্থকারের নিকট প্রেরণ করা হয়। গ্রন্থকার Final draft-এর প্রয়োজনীয় স্থানে সংশোধন করেন। প্রুফ রিডারের মূল দায়িত্ব নিম্নরূপ ঃ

ক. বানান ও বিরতিচিহ্ন ব্যবহার সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করা;

খ. পুরো বই ও বইয়ের প্রতিটি সেকশনে যে ধরনের ফরম্যাটিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করা;

গ. মূল বইয়ের সম্পূর্ণতা ঃ বইয়ের অংশ ও পুরো বইয়ের পৃষ্ঠাংক ঠিক করা, কোন অতিরিক্ত বিষয়বস্তুর যথাযথ সন্নিবেশকরণ (ম্যাপ, চিত্র ইত্যাদি), কোন নীতিবাক্যের যথার্থতা, বইয়ের ভিতরের অন্য কোন রেফারেন্সের উল্লেখ সঠিক ও যথাযথ হতে হবে। যেমন "see fig. 8" এর ন্যায় নির্দেশনার ব্যবহারযোগ্যতা।

১.৬ মার্কিংকরণ

চূড়ান্ত খসড়ার স্পষ্ট প্রিন্ট আউট (Print out), প্রুফ রিডিং এর শেষ পর্যায়ের কাজ, কম্পোজিটরের (টাইপ সেটার) জন্য এ সময়ে খসড়ায় মার্কিং করা হয়। প্রিন্ট আউটে বা প্রুফ রিডার হাতের লেখা নোটের মাধ্যমে প্রুফে নিম্নবর্ণিত জিনিসগুলো নির্দেশ করবেন ঃ

ক. শিরোনামের পর্যায় (level) ও স্টাইল, শিরোনামের পূর্বে ও পরে প্রয়োজনীয় জায়গা (spacing) ছেড়ে দেয়া, টাইপের ফন্ট (font) ও ফন্ট সাইজ ঠিক করতে হবে;

খ. স্পেসসহ প্যারাগ্রাফ, ফন্ট, শীর্ষনাম ও উপ-শীর্ষনামের ন্যায় বিষয়গুলোর নিয়ম পালন, পাদটীকার বিন্যাসকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

www.pathagar.com

গ. গুরুত্বারোপকৃত বা বিদেশী শব্দের জন্য ব্যবহৃত বর্ণের স্টাইল ঠিক করে নিতে হবে;

ঘ. ক্যাপসন ও ঘটনার বর্ণনার জন্য প্যারাগ্রাফ ও স্টাইল ঠিক করে নিতে হবে;

ঙ. অন্য যে কোন বিশেষ বিষয় ঠিক করে নিতে হবে (যেমন, বিদেশী বানানের জন্য অতিরিক্ত কোন বর্ণ, বিষয়বস্তুর সাথে সংগতি রেখে ছবির জন্য নির্ধারিত স্থান ঠিক করে নেয়া);

চ. অন্য যে কোন বিশেষ কিছুর জন্য অনুমতি (যেমন, বইয়ের ডিজাইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোন ছবি বা ইলাস্ট্রেশনের পুনঃনিরূপিত অনুপাত ঠিক করে নেয়া)।

সচরাচর কোন বিশেষ বইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় প্যারাগ্রাফ ও বর্ণ সংশ্লিষ্ট ফরম্যাট করার পূর্বেই কম্পোজিটরকে জানিয়ে দেয়া হয়। যে কোন পর্যায়েই হোক অভ্যন্তরীণভাবে ওয়ার্ড প্রসেসিং এর সময়েই প্রিন্ট আউটে যথেষ্ট পরিমাণে চিহ্নিত করতে হবে।

অতি স্পষ্টতার জন্য, সম্ভাব্য ভুল বুঝাবুঝি পরিহারের লক্ষ্যে কোন সমস্যার আশংকা করা হলে তা নিরসনের জন্য সহায়ক মন্তব্য সংযোজনের জন্য মার্কিং করার কাজটি এ পর্যায়ে করা হয় (দেখুন (ঙ) ও (চ)।

পাণ্ডুলিপিতে অন্য সবার মত একই নিয়মে মার্কিং করার পদ্ধতি ব্যবহার করার নিয়ম উত্তম, এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে না পারলে *The Chicago Manual of Style* বইয়ের ১১২-১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত নমুনা (Sample) ও মার্কগুলোর তালিকা আমরা অনুসরণ করতে পারি (শিকাগো ১৪তম সংস্করণ ঃ দ্যা ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, ১৯৯৩)।

১.৭ প্রথম পৃষ্ঠা-প্রুফসমূহ

মুদ্রিত পৃষ্ঠানম্বরযুক্ত পাণ্ডুলিপির প্রুফ কম্পোজিটরের কাছ থেকে প্রুফ রিডারের নিকট পাঠানো হলে, তিনি প্রুফ চেক করে দেখবেন। এ পর্যায়ে পৃষ্ঠা ও পৃষ্ঠাঙ্কের প্রুফগুলো পরীক্ষা করে দেখা গ্রন্থকারের দায়িত্ব। তবে এটি নির্ভর করে পোডাকশন সিডিউলের উপর। সম্পাদক এ পর্যায়ে সিডিউল রক্ষাকে অগ্রাধিকার দেবেন। ব্যাপক মাত্রার পুনর্মূল্যায়নের কাজটি এখানে ব্যয়বহুল হতে পারে, সেজন্য একেবারে কদাচিৎ ঘটে এমন পরিস্থিতি নাহলে পূনর্মূল্যায়নের কোন বিষয় এ পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য হবে না (যেমন, মারাত্মক কোন ভুল যা কোনভাবেই এড়িয়ে যাওয়া ঠিক হবে না)। গ্রন্থকার কোথাও কোন সংশোধন করার কথা বললে প্রুফ রিডারকে অবশ্যই তা গ্রহণ করতে হবে, প্রুফ রিডার সংশোধনগুলোকে কোন একটি প্রুফ পৃষ্ঠায় লিখে নিবেন, এ অবস্থায় সম্পাদক কম্পোজিটরের কাছে পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করবেন।

www.pathagar.com

১.৮ সংশোধিত প্রুফ-পৃষ্ঠা

এ ধরনের প্রুফ ('দ্বিতীয় প্রুফ' বা 'পুনর্বিবেচিত' প্রুফও বলা হয়) গ্রন্থকারের কাছে (ব্যতিক্রমী অগ্রাধিকারমূলক ব্যবস্থা ছাড়া) পাঠানো হবে না, তবে এগুলোকে প্রুফ রিডার বাড়িতে প্রক্রিয়া করবেন। প্রোডাকশনের সাথে জড়িত টিম নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোকে সর্বশেষ সুযোগ হিসাবে নিশ্চিত করবেন ঃ

ক. মুদ্রণে ভুল (Typos), বিরতি চিহ্ন ব্যবহারে ত্রুটি, পৃষ্ঠা নম্বর, ম্যাপ বা সারণী বা অন্য কোন কিছু সঠিকভাবে মার্কিং করার বিষয় চিহ্নিতকরণ;

খ. সতর্কতার সাথে লাইন-সমাপ্তি যাচাই করতে হবে যাতে অপ্রয়োজনীয় কোন হাইফেন (Hyphen) লাইনের শেষে না পড়ে, হাইফেন দেয়ার যৌক্তিকতা থাকতে হবে;

গ. প্রতি পৃষ্ঠার প্রারম্ভিকা (Header) ও সমাপ্তিকা (Footer) যাতে সঠিকভাবে ও যথাযথভাবে পড়ে তা খেয়াল রাখতে হবে; হেডিং যাতে পরবর্তী মূল পাঠের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে (যেমন, কোন পৃষ্ঠা বা কলাম বা কোন ইলাস্ট্রেশন বা কোন সারণী দিয়ে তাকে আলাদাভাবে বুঝাতে হবে); যে কোন "Loose line'-কে চিহ্নিত (Mark) করতে হবে (যেমন, যে লাইনে শব্দগুলো অসমান জায়গা জুড়ে কম্পোজ করা হয়েছে); লাইনের 'widow' বা 'orphans' (কোন সিঙ্গেল লাইন পৃষ্ঠার উপরে বা নিচে এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যে, তাকে অন্য প্যারাগ্রাফ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায়) এর ন্যায় বিষয়কে চিহ্নিত করতে হবে; যেখানে প্রয়োজন কেবল সেখানেই ফন্ট সাইজ (Font size) পরিবর্তন করা যেতে পারে;

ঘ. প্রচ্ছদ ও জ্যাকেটের জন্য ছবি ও নাম লেখার বিষয়টি সঠিক হতে হবে। বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন চ্যানেলে প্রোডাকশন প্রক্রিয়ায় যেসব উপকরণাদি ঢুকে পড়ে (যেমন, প্রচারের অংশ হিসাবে প্রচ্ছদের উপরে প্রকাশকের প্রচার বক্তব্য বা মূল বইয়ের সারকথা প্রচার করা, প্রকাশনার মূল বক্তব্য হিসাবে আলাদাভাবে শিল্পকলা জাতীয় বিষয় প্রচ্ছদে উপস্থাপন করা) সেগুলোর ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে।

১.৯ 'রিপ্‌রো (Repro)

রিপ্রোডাকশন প্রুফকে সংক্ষেপে রিপরো (Repro) বলা হয়। প্রুফের চূড়ান্ত কপি, এ প্রুফ থেকে ফটোগ্রাফ করে বই মুদ্রণ করা হয়। এ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য যে সংশোধনটি আনা হবে তা হলো মোটা রকমের ভুল, এ ভুল বের করার জন্য পাণ্ডুলিপি পড়তে হবে। এ জাতীয় ভুলের জন্য গ্রন্থকার বা IIIT-কে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। সাধারণত সম্পাদকই 'রিপ্‌রো' দেখে থাকেন, তার পক্ষে যোগ্য অন্য কোন ব্যক্তিও তা দেখতে পারেন, রিভাইজড্ প্রুফে (Revised proof) প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে কিনা তা সম্পাদক বা অন্য কেউ দেখবেন, পৃষ্ঠার মধ্যে দাগ

www.pathagar.com

বা চিহ্ন দিয়ে সম্পাদক তা চিহ্নিত করবেন। রিপ্‌রোর উপরে কোন অবস্থাতেই সংশোধন করা যাবে না, ফটোকপির উপর সংশোধন করতে হবে। ফটোকপিতে সংশোধন করে আলাদা পৃষ্ঠা নম্বর দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক সংশোধনযুক্ত ফটোকপি প্রিন্টারের কাছে প্রেরণ করতে হবে।

ফটোগ্রাফিক নেগেটিভ থেকে মুদ্রণের জন্য রিপ্‌রোর ন্যায় বিষয়টি (কারিগরী দিক বিবেচনায় বিষয়টিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়) সম্পাদক বা ডিজাইনার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ রিভিউ করে দেখবেন। এ পর্যায়ে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন পরিবর্তন আনয়ন করা হয় না। এরপরও সম্পাদক যদি মনে করেন যে, ইমেজ মানের (quality) কোন পরিবর্তন (যেমন, tone, contrast, color ইত্যাদি) প্রয়োজন তখন ত্রুটিগুলো মূলের ফটোকপিতে চিহ্নিত করে প্রিন্টারের কাছে প্রেরণ করা হবে। মূলের উপর সংশোধন করা হলে মূল অস্পষ্ট হয়ে যাবে বিধায় ফটোকপির উপর সংশোধন করা হয়।

১.১০ কে কি করে?

কোন একটি প্রকল্প বা প্রকল্পসমূহের জন্য সম্পাদক, কপি-এডিটর, প্রুফ রিডার একই ব্যক্তি বা বহু ব্যক্তিই হবে এমন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। নতুন চোখ আর মন দিয়ে একটা টেক্সট দেখলে তা সহজেই স্পষ্ট বুঝা যায়, কোন বিশেষ প্রোডাকশন সিডিউলের মধ্যে (Matter) প্রাপ্তির সাথে বাস্তব বিচার বিবেচনা জড়িত, এর মাধ্যমেই সম্পাদনা টীমের কার্যাবলী বন্টনের বিষয়টি ঠিক করা হয়। পুরো প্রোডাকশন প্রক্রিয়া একই থাকবে আর এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে যাওয়ার বেলায় প্রোডাকশন কাজটিকে তদারক করতে হবে।

www.pathagar.com

২য় অধ্যায়

গ্রন্থকারদের জন্য নির্দেশাবলী

(এ অধ্যায়ে গ্রন্থকার বলতে যারা প্রকাশনার নিমিত্ত IIIT- তে বইয়ের পাণ্ডুলিপি জমা দেন তাদেরকে বলা হয়েছে। সে অর্থে অনুবাদকও গ্রন্থকার)

২.১ প্রোডাকশন পদ্ধতি জেনে নিন

সম্ভাব্য গ্রন্থকারগণ পূর্ববর্তী অধ্যায়ের বর্ণনা অনুযায়ী প্রোডাকশন পদ্ধতি সম্পর্কে জানবেন বলে আশা করি। এ নির্দেশাবলীর লক্ষ্য হলো এ পদ্ধতিকে আরো বেশি যৌক্তিক করা (যাতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই বেশি উপকৃত হতে পারেন)।

বইয়ের পাণ্ডুলিপি টাইপের পর পৃষ্ঠাংক করে হার্ড কপি ও ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ডিস্কেট আকারে বা পেন ড্রাইভে করে সফ্‌ট কপি আকারে জমা দিতে হবে। ই-মেইল পদ্ধতিতে পাণ্ডুলিপি জমা দেয়া সঠিক হবে না। ই-মেইল থেকে ফরমেটিং ও বর্ণ ঠিক করার পর্যায়ে গুরুতর ত্রুটির আশংকা থেকে যায় (এরপরও দেখুন ২.৩)

টাইপকৃত কপি পুনরায় টাইপ করার প্রক্রিয়া করা ঠিক হবে না, এরূপ করার অবস্থা হতে পারে IIIT'র প্রকাশনাগুলোর বেলায়, এমনটি পূর্বে করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এগুলো না করে আপনার বইয়ের পাণ্ডুলিপি এমনভাবে উপস্থাপন করুন যাতে সম্পাদকদের কাজ সহজ হয় ঃ

ক. পাণ্ডুলিপির সাথে ম্যাপ, ছবি, সারণী ইত্যাদি থাকতে পারে। এগুলোর ক্যাটাগরী ও সংখ্যা উল্লেখপূর্বক তালিকা করে রাখা যেতে পারে। পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা বুঝে নেয়ার মত করে এগুলো বুঝে নিতে হবে। এভাবে জমা দেয়া হলে সম্পাদক বুঝতে পারবেন যে, তার গ্রহণকৃত প্যাকেটটি সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেছে।

খ. কাগজের এক পৃষ্ঠায় প্রিন্ট করে পাণ্ডুলিপি জমা দিতে হবে ও ডাবল স্পেসে টাইপ করতে হবে। বিষয় শিরোনাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে, তাছাড়া শিরোনামের লেভেলও যথাযথভাবে নির্দেশ করে দিতে হবে। যেমন, অধ্যায় হেডিং 'H_1', সেকশন হেডিং 'H_2' আর সাব-সেকশন হেডিং হবে 'H_3' মাত্রার। প্রতি পৃষ্ঠার পার্শ্বে মার্জিন (অন্ততঃ দু'ইঞ্চি পরিমাণ) রাখতে হবে যাতে পাঠক বা সম্পাদক প্রয়োজনীয় কিছু নোট আকারে লিখতে পারেন।

গ.) প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো অনির্ভরযোগ্যতা, অসামঞ্জস্যতা বা একাডেমিক সরঞ্জামের অসম্পূর্ণতা। সম্পাদকগণ প্রয়োজনীয় তথ্যের আঞ্জাম দিতে না পারার কারণে তাদেরকে গ্রন্থকারদের সাথে বারবার দীর্ঘ সময় ধরে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। এতে প্রোডাকশন প্রক্রিয়ায় বিরাট সমস্যা সৃষ্টি হয়। সেজন্য বইয়ের পাণ্ডুলিপি জমা দেয়ার পূর্বে কোটেশন,

www.pathagar.com

পাদটীকা ও তথ্যসূত্রগুলো নিরীক্ষা করে জমা দেয়া উচিত যাতে সেগুলো সঠিক হয় ও সম্পূর্ণতা লাভ করে। তাছাড়া সবগুলো কোটেশন যাতে পাদটীকায় সঠিকভাবে সন্নিবেশিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। একইভাবে নির্ঘন্ট ও শব্দকোষও পুনঃপরীক্ষা করে দেখতে হবে।

২.২ প্রোডাকশন পথটি জানতে হবে

প্রোডাকশন রুট (Production route) বলতে কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম, গ্রন্থকারের সরবরাহকৃত ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কৃত সফ্‌টওয়্যার ও মুদ্রিত বস্তুকেই বুঝানো হয়ে থাকে। প্রযুক্তির উন্নয়ন যেভাবে দ্রুত ঘটে যাচ্ছে তার সাথে তাল মিলিয়ে চলা কঠিন হয়ে পড়েছে, সেজন্য আমরা IIIT 'র জার্ণাল বা বইয়ের জন্য একটিমাত্র ও নির্দিষ্ট প্রোডাকশন রুটের বিষয়টিকে সম্ভাব্য রূট মনে করি না। সে যাই হোক গ্রন্থকারদেরকে ওয়ার্ড প্রসেসিং প্যাকেজের সুবিধা, (বিশেষ করে) তাদের ব্যবহৃত টাইপ ফেস (Type face), IIIT 'র ব্যবহৃত টাইপ ফেস, টাইপ সেটার এবং IIIT'র স্থাপিত প্রিন্টার সম্পর্কে জানা থাকতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সম্পাদক ও গ্রন্থকারদের জন্য এ বিষয়টি অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক বিষয় যে, গ্রন্থকারদের অনেক কষ্টে করা প্রতিবর্ণায়নের কাজগুলো ওয়ার্ড প্রসেসিং (WP) পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে নষ্ট হয়ে যায়, ওয়ার্ড প্রসেসিং পদ্ধতি তাদের প্রতিবর্ণায়নের অক্ষরগুলোকে রূপান্তর (Convert) করতে পারে না। ই-মেইল পদ্ধতিতে দলিলপত্রগুলো আরো বেশি রূপান্তর (Conversion) সমস্যাযুক্ত। ই-মেইল পদ্ধতির ফরমেটিং ও বিশেষ কোন অক্ষর হারিয়ে যেতে পারে। বিভিন্ন ওয়ার্ড প্রসেসিং ও অপারেটিং সিস্টেমে টাইপ স্পেস (Type space) ও ফরম্যাট পুনঃপ্রক্রিয়ার জন্য শীঘ্রই হয়ত উন্নতমানের স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য ধরনের সফটওয়্যার পাওয়া যাবে। এর পূর্ব পর্যন্ত গ্রন্থকারদের নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করতে হবে ঃ

ক. বইয়ের ভিতরের বিষয়গুলো কম্পোজের জন্য বর্তমানে IIITতে অভ্যন্তরীণভাবে WP প্যাকেজ মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ২০০০ (MAC বা Windows Operating System এর জন্য) ব্যবহার করা হয় আর ফাইনাল আউটপুট বের করার জন্য MAC এর QuarkXpress ব্যবহার করা হয়।

খ. ই-মেইল ঠিকানা, WP সফটওয়্যারে ব্যবহৃত ভার্সন নম্বর (Version number) বা অন্য কোন তথ্য যা দিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য Convert করা যায় তা সংযুক্ত একটি কাগজে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

গ. মূল পাণ্ডুলিপির সাথে হার্ড কপি (Hard copy) জমা দিতে হবে, এ হার্ড কপি দিয়ে ইলেকট্রনিক কপি অর্থাৎ সফ্‌ট কপি থেকে কৃত প্রিন্ট আউট যাচাই করা যাবে ও সংশোধন করা যাবে।

www.pathagar.com

২.৩ যখন ই-মেইল একমাত্র রুট

আমাদের কাছে ভাল লাগে যখন দেখি ডাক যোগাযোগে বিলম্বের (Postal late) কারণে গ্রন্থকারদের কাছে কোন ডকুমেন্ট পাঠানোর জন্য ই-মেইল এর সাহায্য ছাড়া বাস্তব কোন উপায় থাকে না, ডাক বিভাগের বিলম্বের উপর গ্রন্থকারদের কোন হাত নেই। ডাক বিভাগের বিলম্বের কারণে হার্ডকপির পরিবর্তে ই-মেইল-এ গ্রন্থকারগণ ডকুমেন্ট পাঠিয়ে থাকেন। যখন ই-মেইলই একমাত্র ভরসা এবং MS Word বা অন্য কোন শক্তিশালী WP প্যাকেজ পাওয়া যায় না তখন Text only ফরম্যাটে গ্রন্থকারগণ তাদের ডকুমেন্ট পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বর্তমানে যেসব শিক্ষাবিদ শুধুমাত্র ই-মেইল-এর মাধ্যমে যোগাযোগ করে থাকেন তারা নিম্নবর্ণিত উপায়ে প্রতিবর্ণায়নের কাজ করে থাকেন ঃ পুরো পাণ্ডুলিপিতে Lower case ব্যবহার করতে হবে। উচ্চারণ যেখানে দীর্ঘ করার কথা সেখানে দু'টো করে স্বরবর্ণ ব্যবহার করতে হবে; Upper case এ জোরালো ব্যঞ্জণবর্ণগুলোকে টাইপ করতে হবে; আরবী হামজার জন্য এপ্‌স্ট্রপি ['] এবং আরবি (ع) আইনের জন্য মহা স্বর [‾] ব্যবহার করতে হবে; এভাবে ā ī ū টাইপ হবে aa ii uu

'umalā' টাইপ হবে `umalaa'

ḍ ḥ ṣ ṭ ẓ টাইপ হবে D H S T Z

যেমন,

Muṣṭāfā Mahmūd নাম টাইপ হবে muSTafaa MaHmuud

al-Hikmah fī Makhlūqāt Allāh টাইপ হবে

al-Hikmah fii makhluuqaat allah

আরবি শব্দে Upper case ব্যবহৃত না হওয়া ও ফরমেটিং পদ্ধতি না থাকার ন্যায় বিষয়গুলোতে উপর্যুক্ত সমাধানে (যেমন, ইটালিক শব্দ) স্পষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সে যাই হোক, এ পদ্ধতিটি হলো সহজ ও নির্ভরযোগ্য, এটি অপেক্ষাকৃত সোজা। IIIT স্টাফগণ এ পদ্ধতিতে সহজেই বর্ণ পরিবর্তন করে কাঙ্খিত ফরম্যাট রূপান্তর করতে পারেন।

কম জনপ্রিয় হলেও কার্যকর 'সমাধান'টির অক্ষরগুলোকে আন্ডারলাইন করে ('ayn' এর জন্য 'and' সহ) প্রতিবর্ণায়ন করতে হবে। এটি অপেক্ষাকৃত ধীরগতির (Slower) পদ্ধতি হলেও আন্ডারলাইনিংটি, একটি সুন্দর টেকসই ফরম্যাট, এর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য হিসাবে ই-মেইল পদ্ধতিটি কাজে লাগানো যায়।

এ পদ্ধতির ব্যবহার উপর্যুক্ত উদাহরণের ন্যায় নিম্নে দেয়া হলো ঃ

যেমন,

Muṣṭāfā Maḥmūd এর নাম টাইপ হবে Mustafa Mahmud

al-Hikmah fī Makhlūqāt Allāh শিরোনাম টাইপ হবে al-Hikmah fi Makhluqat Allah

www.pathagar.com

২.৪ IIIT স্টাইল শীট জানুন

গ্রন্থকারগণ স্টাইলশীটে ব্যবহৃত নিয়ম-রীতিগুলোর সাথে পরিচিত হবেন এবং তাদের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও জমা দেয়ার সময় এ রীতিগুলোকে সর্বদা ব্যবহার করবেন। গ্রন্থকারগণ এ নিয়ম অনুসরণ করলে সম্পাদকদের অনর্থক পরিশ্রম করতে হবে না, ফলে IIIT তে প্রকাশনার গুণ ও মান লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে।

নিয়ম-রীতিগুলো স্বব্যাখ্যাত। গ্রন্থকারগণকে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়ার জন্য অনুরোধ করবো ঃ

১. অবস্থা নির্বিশেষে বিশেষ উপায়ে বানানকৃত শব্দগুলোর তালিকার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে (পরিশিষ্ট ২, পৃঃ ৪৪-৪৭)।

২. মূলনীতি ও প্রতিবর্ণায়নের বিধি (৪. ২. ১ ও পরিশিষ্ট ৩), কখন নামের প্রতিবর্ণায়ন করা হবে আর কখন হবে না (৪.২.১ (গ))।

৩. পাদটীকার রেফারেন্স ও গ্রন্থপঞ্জিতে ধারাবাহিকতা, এগুলোতে পৃথক করার জন্য বিরতি চিহ্নের ব্যবহার (৪.৮.১-৩)।

৪. 'দীর্ঘ' ও 'নাতিদীর্ঘ' স্টাইলে কীভাবে পাদটীকার রেফারেন্স ব্যবহার করা হবে (৪.৮.২-৩)।

৫. কীভাবে দীর্ঘ কোটেশন বা সংক্ষিপ্তসার নির্দেশ করতে হয় (৪.৪(খ)।

৬. কুরআনের কোটেশন কীভাবে উদ্ধৃত করতে হয় (৪.৪ (চ), (ছ))।

৭. কোটেশন চিহ্নের সিঙ্গেল ও ডাবল ব্যবহার বিধি (৪.১০.৫)।

www.pathagar.com

৩য় অধ্যায়

অনুবাদকদের জন্য নির্দেশিকা

৩.১ অনুবাদ কাজের যোগ্যতা

যে ভাষায় অনুবাদ করা হবে আদর্শ অনুবাদককে সে ভাষায় নিজের ভাষার ন্যায় যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে (যেমন, ইংরেজী) আর যে ভাষা হতে অনুবাদ করা হচ্ছে সে ভাষায় দক্ষ হতে হবে (যেমন, আরবি)। এছাড়া যে ভাষায় অনুবাদ করা হলো, সে বিষয়ের উপর অনুবাদকের যথেষ্ট দক্ষতা থাকতে হবে আর উভয় ভাষাতেই অনুবাদকের দক্ষতা অপরিহার্য। পাঠক হিসাবে সূত্রের ভাষায় (Source language) আর লেখক হিসাবে উদ্দিষ্ট (Target) ভাষায় অনুবাদকের দক্ষতা থাকতে হবে।

৩.২ অনুবাদ কাজের সংজ্ঞা

চৌকস সংস্করণ, টীকা, সমালোচনাপূর্ণ কর্ম থেকে অনুবাদকর্মকে অবশ্যই ভিন্ন করে দেখতে হবে। অনুবাদক কোনভাবেই অনুবাদক হিসাবে কোন নির্দিষ্ট প্যাসেজের (Passage) পরিবর্তন, নতুন কিছু প্যাসেজে ঢুকানো, বাদ দেয়া, প্যাসেজকে অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা বা অন্য কোন পরিবর্তন আনতে পারবেন না। আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে অনুবাদক অনুবাদের কাজটি করবেন। অনুবাদক প্যাসেজের মধ্যে যথাসম্ভব কম পরিবর্তন আনবেন। স্বাভাবিকতা, স্পষ্টতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য অনুবাদে এরূপ ন্যূনতম পরিবর্তন প্রয়োজন। অনুবাদক মূল প্যাসেজকে অন্য ভাষায় মূলের চেয়েও অধিক সাবলীল করে উপস্থাপন করতে পারেন। এ ব্যাপারে অনুবাদকের স্বাধীনতা রয়েছে। তবে এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় অনুবাদের কাজটিকেই অনুবাদক সর্বাগ্রে করবেন।

৩.৩ সংজ্ঞার ব্যাপক অর্থ

অনুবাদক প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদকের সাথে কৃত চুক্তি মোতাবেক আলাদা ভূমিকা বা অনুবাদের জন্য প্রযোজ্য আলাদা পাদটীকা সহকারে অতিরিক্ত কোন উপকরণ (মন্তব্য বা টীকা হিসাবে) সম্পাদককে সরবরাহ করবেন।

ক. কখনো ক্লাসিক্যাল কোন বিষয় অনুবাদ করতে গেলে মূলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংস্করণ ব্যবহার করতে হবে। তবে কোথাও কোথাও ঐ সংস্করণ বিকল্প হিসাবে গৃহীত হতে পারে। অনুবাদকের কাছে এটি অন্যটির চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য মনে হতে পারে। এক্ষেত্রে কম মানসম্পন্ন পাঠকে (Text) পাদটীকা সহকারে মূল পাঠের (Main Text) ন্যায় বিকল্প (অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের) হিসাবে অনুবাদ করতে হবে।

খ. অনুবাদের বিষয় কঠিন মনে হলে পাদটীকায় ব্যাখ্যামূলক অনুচ্ছেদ জুড়ে দিতে হবে।

www.pathagar.com

গ. অনুবাদে অনেক শব্দ ব্যবহারের অবস্থা হলে দেখা যায় মূল পাঠে (Text) তার কোন প্রতিফলন নেই। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংযোজন হলে তা স্কয়ার বন্ধনীতে (দেখুন ৪.৪ (গ)) লিখতে হবে এবং ব্যাখ্যামূলক পাদটীকা সংযোজন করতে হবে।

৩.৪ কৌশল প্রণয়ন

মূল বইকে সাধারণভাবে বুঝতে পারাই কোন বইয়ের অনুবাদ কাজ করার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি নয়। বুদ্ধিমানের কাজ হবে সমস্যাপূর্ণ পয়েন্টগুলোকে অনুবাদ শুরুর পূর্বেই বের করে নেয়া। কঠিন বিষয়গুলোকে সমাধানের জন্য যথেষ্ট স্পষ্ট কৌশল গ্রহণ করতে ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এর মোকাবেলা করতে না পারলে অনুবাদের কাজটি হবে এডহক (Adhoc) সমাধানের ন্যায় যা আজ হোক কাল হোক হোঁচট খাবেই। এ অবস্থায় অনুবাদের কোন কোন অংশ পুরোপুরিই আবার করতে হবে বা বাদ দিতে হবে।

প্রতিটি প্রকল্পের যেহেতু নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে, এক ধরনের চ্যালেঞ্জ আছে, সেজন্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য বিস্তারিত বিধি-বিধান ঠিক করে দেয়া অবাস্তব। এরপরও অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে অনুবাদকদেরকে কিছু কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে। বৃহৎ পরিসরে বলতে গেলে অনুবাদক যে ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন তা যান্ত্রিক ও সাহিত্য/ভাষা বিষয়ক।

৩.৪.১ যান্ত্রিক সমস্যা

ক. মূল পাঠ (Text) পুরনো বা নতুন যাই হোক অনুবাদক কোটেশনগুলোকে সনাক্ত করবেন। কোটেশনগুলো প্রকৃতই শব্দান্তর জাতীয় কিছু হয়ে থাকলে সেগুলোকে যেভাবে আছে সেভাবেই অনুবাদ করতে হবে তবে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা দিতে হবে। কোন কোন টেক্সটের কোটেশনগুলো কোন নির্দিষ্ট বই যে ভাষায় অনুবাদ করা হবে সে মূল ভাষার অনুবাদ হতে গ্রহণ করা হতে পারে বা অন্য ভাষায় লিখিত কোন বইয়ের অনুবাদ হতে পারে। এ ধরনের বই সনাক্ত করতে হবে আর প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট কোটেশনগুলোকে মূল থেকে নিয়ে যে ভাষায় বইটি অনুবাদ করা হচ্ছে সে ভাষায় পুনঃ অনুবাদ করতে হবে। তবে এটি স্পষ্ট যে, অনূদিত বইয়ের অনুবাদ করা হলে সেখানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। লক্ষ্যণীয় যে, অনূদিত বইয়ে মূল বইয়ের রেফারেন্স ঐ অনুবাদ কর্মের মূল রেফারেন্সের মত হয়ে যায় ঃ সে হিসাবে গ্রন্থপঞ্জী সংশোধন করতে হবে।

খ. মূল বইয়ে বর্ণিত বইয়ের নাম মূলের মত করে একই ভাষায় লিখা হয়ে থাকে (যেমন আরবিতে লিখিত গ্রন্থ কুরআন ও হাদিস)। যে ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে সে ভাষায় অনুবাদ করা থাকলে পুনরায় অনুবাদ না করে সেগুলোই

www.pathagar.com

ব্যবহার করা উত্তম হবে, এ জাতীয় গ্রন্থের নাম গ্রন্থপঞ্জীর তালিকায় থাকতে হবে।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, উদ্ধৃত (Quoted) শব্দগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকতে পারে বা অনুবাদের অধীন কোন বইয়ের প্রেক্ষিতের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকতে পারে। অনুবাদককে খেয়াল রাখতে হবে যে, গ্রন্থকার উদ্ধৃত কোন শব্দের উপর যেমন গুরুত্ব আরোপ করেছেন অনুবাদ কাজেও যেন সেরূপ গুরুত্ব বহাল থাকে। এখানে যাতে কোনরূপ বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি না হয়। কোন বিরোধ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃত শব্দের নতুন অনুবাদ করতে হবে।

গ. অনুবাদ কাজে স্থানের নাম ও ব্যক্তির নামের বানান অবশ্যই স্টাইল শীটের নিয়ম অনুযায়ী হতে হবে। নামের বানান সনাক্তকরণের জন্য প্রাসঙ্গিক বই বিবেচনা করতে হবে (যেমন, জীবনীমূলক অভিধান, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক মানচিত্র ইত্যাদি)।

ঘ. মূল বইয়ের রেফারেন্সকে এর ব্যাখ্যা ও গ্রন্থপঞ্জীর বেলায় স্টাইল শীটের সংশ্লিষ্ট নিয়মানুযায়ী হতে হবে। রেফারেন্সের তথ্যগুলোর উপাদান সম্পূর্ণ ও বাস্তব হতে হবে আর সঠিক পদ্ধতি অনুযায়ী লিখিত হতে হবে।

৩.৪.২ সাহিত্য/ভাষাগত সমস্যা

কোন কোন অনুবাদ কাজ উদ্দিষ্ট (Target) ভাষায় অনুবাদ করা কঠিন হলেও অনুবাদককে কিছু বিষয় সনাক্ত করতে হবে ঃ ক) বারবার একই শব্দ; খ) যেসব শব্দ কৌশলগত শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়; গ) কোন বিশেষ ধরনের লেখকের বা সাহিত্যিকের স্টাইলকৃত মুদ্রাদোষ। পরের ধাপটা হলো সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন পন্থাঃ

ক. কোনকিছুর প্রেক্ষিত পুনরাবৃত্তিকৃত শব্দের অর্থকে কিভাবে প্রভাবিত করে? যে ভাষায় অনুবাদ করা হবে সে ভাষার কোন একটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে কি মূল ভাষায় একই শব্দের উদাহরণ হিসাবে অনুবাদ করা যাবে? তা যদি না হয় সংশ্লিষ্ট শব্দের অনুবাদে কি পরিবর্তন আনা যাবে? ব্যাখ্যা করে বা ভূমিকা দিয়ে কি পাঠককে বিষয়টির ব্যাপারে সতর্ক করা হবে?

খ. মূল ভাষায় কারিগরী শব্দের সমপর্যায়ের (যদি থাকে) শব্দ কি হবে? সম পর্যায়ের শব্দ বের করার জন্য উদ্দিষ্ট ভাষার (Target language) বিষয়বস্তুকে অনুবাদক বিবেচনা করবেন, অথবা অনুবাদক দেখবেন কিভাবে একই রকম বিষয় বা এতদ্‌সম্পর্কিত বিষয়ে ঐ ভাষা সমস্যার কি ধরনের সমাধান দিয়ে থাকে। এভাবেই অনুবাদক এমন ধরনের শব্দ বাছাই করবেন যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গণ্ডির বাইরের অর্থ বুঝাতে পারবে, তবে এ ধরনের বাছাইকৃত শব্দ সচরাচর কারিগরী পর্যায়ের হবে না।

www.pathagar.com

গ. প্রত্যেক ভাষার শব্দসমূহে সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের সংশ্লিষ্টতা থাকে। এর ফলে শব্দ খেলার (Word play) ভেতর দিয়ে ও অস্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে অর্থ পাওয়া যায়। যেমন, কোন শব্দগুচ্ছ এমন দেখায় যে, সেগুলোতে কুরআন বা হাদিসের প্রতিধ্বনি শোনা যায়, এক্ষেত্রে গ্রন্থকার বা লেখকের কাজ হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে গুরুত্বপূর্ণ অর্থের সংযোগ সৃষ্টি করা। ভিন্ন ভাষায় এরূপ কৌশল পুনঃ সৃষ্টি করা প্রায় কখনো সম্ভবই নয়। তবে গ্রন্থকার কি বুঝাতে চান পাঠককে সে ব্যাপারে সাবধান করে দেয়া বাঞ্চনীয়। সচরাচর মূল বইয়ের পাঠকের কোন্ পর্যায়ের জ্ঞান বা প্রশিক্ষণ থাকবে তা জেনে নেয়া আবশ্যক। এ বিষয়টি বেশি মাত্রায় ভাল হলে কোন ভূমিকা সংযোজন করে বা আরো বেশি করে অধ্যয়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি স্পষ্ট করে নেয়া কি আবশ্যক হবে? এ কৌশলগুলোকে স্থানীয়ভাবে ও পাদটীকায় স্পষ্ট করে দেয়া কি যথেষ্ট হবে?

ঘ. উদ্দিষ্ট ভাষায় (Target language) মূলের ষ্টাইলকৃত মুদ্রাদোষকে কতটুকু ফুটিয়ে তোলা সম্ভব? সচরাচর এটি সম্ভব নয়, অনুবাদে স্বাভাবিকতা রক্ষা করা যায় না। এটি সিদ্ধান্তের ব্যাপার যে, লেখকের অদ্ভুত ধরনের এ মুদ্রাদোষ বা বৈশিষ্ট্য বা যুগ সৃষ্টিকারী কর্মকে বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ বিষয় বা কোন লৌকিকতা হিসাবে গ্রহণ করে গ্রন্থকার ও পাঠকের মধ্যে বিশেষ ধরনের যুগসূত্র তৈরির বিষয় হলে গ্রন্থের একটা ভূমিকা দিয়ে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়া যায় যে, এটির অনুবাদ করার কোন যৌক্তিকতা কেন নেই।

www.pathagar.com

৪র্থ অধ্যায়

স্টাইল-শীট

নিয়ম হলো একটি ধারাবাহিকতা। এ স্টাইল শীটে সমভাবে গ্রহণযোগ্য দুটো রীতির নির্দেশ করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, দু'টো ভিন্ন ধরনের রীতি একই পাণ্ডুলিপিতে এলোপাতাড়িভাবে ব্যবহার করা হবে। অপরপক্ষে দু'টো সমানভাবে গ্রহণযোগ্য পন্থার মধ্যে মাত্র একটি পন্থাকে গ্রহণ করতে হবে ও সব সময়ের জন্য অনুসরণ করতে হবে। যখন কোন বিকল্প পন্থা পাওয়া যাবে তখন এটিকে দু'টোর একটি বুঝানো হবে তখন শুধুমাত্র কোন একটি বা কোন পছন্দকে বুঝানো হবে না।

৪.১ আমেরিকান, বৃটিশ নয়

ক. IIIT আমেরিকান স্টাণ্ডার্ড অনুসরণ করে, কোন বৃটিশ পদ্ধতি নয়। যেমন, আধুনিক বৃটিশ পদ্ধতিতে সংক্ষেপিত (Abbreviated) শব্দের শেষে কোন full-stop বা দাড়ি ব্যবহৃত হয় না যদি সংক্ষেপিত শব্দে সর্বশেষ বর্ণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে; যেমন ed. (editor শব্দের জন্য), তবে eds (editors) ও edn (edition) এর জন্য full-stop ব্যবহৃত হয়নি। আমেরিকান নিয়মে full-stop ব্যবহৃত হয়। যেমন, ed. (editor), eds. (editors), edn. (edition).

স্টাইল–শীটে সব বিষয় পাওয়া যায় না, সে জন্য কোন ব্যাপারে সন্দেহ হলে গ্রন্থকার ও কপি এডিটরগণকে The Chicago Manual of Style (Chicago : University of Chicago Press) এর সর্বশেষ সংস্করণ অনুসরণ করতে হবে।

খ. IIIT প্রকাশনায় আমেরিকান ইংরেজি ব্যবহৃত হয়, কোন ব্রিটিশ ইংরেজি বানান পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় না। পরিশিষ্ট ১ (পৃঃ ৪৪ নিচে) এ দু' পদ্ধতির মধ্যে সাধারণভাবে ব্যবহৃত পার্থক্য তুলে ধরা হচ্ছে।

৪.২ প্রতিবর্ণায়ন বিধি

মূল আরবি নাম ও শব্দ বা আরবি থেকে উত্থিত শব্দ ও নাম কখনো কখনো প্রতিবর্ণায়িত হবে, কখনো আংশিক প্রতিবর্ণায়িত (বা সংশোধিত), এবং কখনো কখনো শব্দের বানানকে অপ্রতিবর্ণায়িত অবস্থায় যেভাবে আছে সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে। প্রতিবর্ণায়িত, আংশিক বর্ণায়িত ও অপ্রতিবর্ণায়িত কিছু শব্দের রূপ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

Qur'ān—Qur'an-Koran

www.pathagar.com

'ulamā'—'ulama—ulema

Muḥammad—Muhammad—Mohammed

আরবি অক্ষর ও ল্যাটিন অক্ষরের অবস্থা একটি প্রতিবর্ণায়ন সারণীতে দেখানো হলো, ব্যবহারের কিছু বিধিমালাও পরিশিষ্ট ৩ (নিচে পৃঃ ৪৮) দেখানো হলো।

৪.২.১ প্রতিবর্ণায়ন করতে হবে বা করতে হবে না

ক. প্রতিবর্ণায়নের যৌক্তিকতা হলো প্রতিবর্ণায়নকৃত শব্দ থেকে মূল আরবি শব্দটার কাঠামো কি হবে তা পাঠককে অবহিত করা। এর মাধ্যমে শব্দটির অবস্থা জানা যায়। ব্যক্তির নাম, বইয়ের মূল নামটি যথাযথ রেফারেন্সের বইয়ে জানা যায়। সেজন্যই প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতিতে আরবির উচ্চারণ (Sound) এর চেয়ে স্ক্রিপ্ট (Script) ব্যবহার করা হয়। (যেমন, আমরা বলি : *'ash-shamsu wa-l-qamar'*, তবে আমরা লিখি : *al-shams wa al-qamar.*)

খ. মানুষ স্ক্রিপটের প্রতিবর্ণায়ন না করে সাউণ্ডের প্রতিবর্ণায়ন করে বলেই সমস্যা হয়। মানুষ সাউণ্ড শুনে থাকে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ভাষার একই রকম বর্ণ প্রায় সম্পূর্ণ একই রকম সাউণ্ড করে থাকে, একই শব্দের বিভ্রান্তিকর বানানের ব্যবহারও দেখতে পাওয়া যায়। সমস্যাটা তীব্রভাবে দেখা যায় মানুষের নামের বেলায়। এ অবস্থা জাতিবাচক বিশেষ্যের (Common nouns) মধ্যে পশ্চিমা ভাষায় দেখা যায় এবং এটি আবার মানসম্পন্ন অভিধানেও দেখতে পাওয়া যায়। নামের বেলায় মানসম্পন্ন এ্যাটলাস বইতেও এরূপ দেখা যায়।

গ. যে নিয়মটা অনুসরণ করতে হবে ঃ জাতিবাচক বিশেষ্য বা কোন মানুষের নাম বা স্থানের নাম ইংরেজিতে কোন বিশেষ কায়দায় লিখা হয়ে থাকলে সে বিশেষ কায়দায় লেখার নিয়মকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। অগ্রাধিকার দানের এ নিয়মের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হবে। সুপরিচিত লেখক Fazlur Rahman-এর কোন বইয়ের নাম খুঁজতে গিয়ে যদি 'Faḍl al-Raḥman' নামে বইয়ের নাম খোঁজা হয় তাহলে পাঠকদের মানসম্পন্ন লাইব্রেরী ক্যাটালগে এ বইয়ের অবস্থান বের করতে সমস্যায় পড়তে হবে। একইভাবে Dar es Salaam/Darussalam কে Dār al-Salām লিখা হলে কোন কোন পাঠক বিশেষ নগরীর নাম বের করতে পারবে না, আর যারা এ কাজ করতে চায় তারা কোন মানসম্পন্ন এ্যাটলাসে এর অবস্থান বের করতে পারবে না।

ঘ. ব্যক্তির নাম বা স্থানের নামের বেলায় ব্যতিক্রম বিষয়টি অত্যন্ত বিরল (দেখুন পরিশিষ্ট ২(ক), পৃঃ ৪৪)। এরপরও অনেকগুলো ব্যতিক্রম জাতিবাচক বিশেষ্যের বেলায় করতে হয়। এর জন্য ভাল দু'টো নিয়ম হলো ঃ (১) কিছু কিছু প্রতিষ্ঠিত বানান বিশেষভাবেই বিভ্রান্তিকর; এ ব্যাপারে IIIT এগুলোর সংশোধনের বেলায় ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন, 'Muslim' শব্দটি ধীরে ধীরে অশুদ্ধ 'Muslem' শব্দকে বাদ দিচ্ছে; 'Ramadan' শব্দটিও ধীরে

www.pathagar.com

ধীরে অশুদ্ধ 'Ramadhan' বা 'Ramazan' শব্দগুলোকে বাদ দিচ্ছে। (২) সকল মানসম্পন্ন অভিধানে অন্তর্ভুক্ত করা না হলেও কিছু কিছু আরবি শব্দ এত বহুল ব্যবহৃত যে সেগুলোকে বিদেশী গণ্য করা অযৌক্তিক পাণ্ডিত্যপনারই নামান্তর হবে।

ঙ. জাতিবাচক বিশেষ্যের প্রতিষ্ঠিত বানান সংশোধন করতে হবে (পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের ১নং বিষয়), মানসম্পন্ন ব্যবহার (জাতিবাচক বিশেষ্যের) (২নং বিষয়) 'আংশিক প্রতিবর্ণায়নকৃত' শব্দের একটা বিশেষ গ্রুপ তৈরি করে। লক্ষ্যণীয় যে, এ শব্দগুলোর কোনটিকেই 'বিদেশী' (Foreign) বলে গণ্য করা হয় না, সেজন্য এগুলোর কোনটিই বাঁকা অক্ষরে (italicized) লিখা নয়। আরো লক্ষ্যণীয় যে, কিছু কিছু 'সংশোধিত' শব্দ বড় হাতের (initial capital) অক্ষর দিয়ে লিখতে হবে (পরিশিষ্ট ২(খ), ২(ঘ-ঙ))।

চ. কিছু কিছু ইংরেজি অভিধানে একই শব্দের দু' বা দু'য়ের অধিক ভিন্নধর্মী বানান দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে যেটি অপেক্ষাকৃত বেশি শুদ্ধ সেটিই ব্যবহার করতে হবে। যেমন 'qāḍī' কেই 'cadi' এর চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে।

ছ. প্রতিষ্ঠিত কোন বানান যদি এমন হয় যে, (উপর্যুক্ত বিধি (গ) তে বর্ণিত) কোন আরব লোক তা বুঝতে পারলো না তখন সঠিক প্রতিবর্ণায়নকৃত শব্দটি গোল বন্ধনীতে দেখাতে হবে আর ভুল বানানটিকে বন্ধনীর বাইরে প্রদর্শন করতে হবে। যেমন muezzin (*mu'adhdhin*)।

জ. বিধি (গ) তে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী রাসূলগণের নাম প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি বানানে লিখতে হবে। এরপরও সনাক্তকরণের ভুল পরিহারের জন্য ইংরেজী বানানের পরে বন্ধনীতে সঠিক কুরানিক নামটি দিতে হবে। যেমন, noah (nūḥ)।

ঝ. কোন উদ্ধৃত (quoted) মূল পাঠকে কোন সংশোধনী ছাড়াই কোটেশনের ভেতরে রাখতে হবে। এরপরও আসলেই ভুল বা অবোধগম্য বানান সংশোধন করতে হবে (উপর্যুক্ত ছ-তে বর্ণিত) স্কয়ার বন্ধনীতে (দেখুন ৪.৪ (গ)। বইয়ের শিরোনাম (Title page) থেকে গ্রন্থপঞ্জীর জন্য উদ্ধৃত করতে হবে। এ হিসাবে কোটেড টেক্সট (Quoted text) এর বিধি এখানে প্রযোজ্য হবে।

ঞ. বিরল ঘটনা হিসাবে একই গ্রন্থকারের নামের দু'টো বানান একই গ্রন্থপঞ্জীর তালিকাভুক্ত হবে। একই গ্রন্থকারের ইংরেজি ও আরবি বই একই জায়গায় তালিকাভুক্ত হলে এমন হতে পারে। গ্রন্থকারের কোন বইয়ের পুরনো অনুবাদ (যেখানে বিশৃঙ্খলভাবে নামটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে) এবং নতুন অনুবাদ (যেখানে একই নাম শুদ্ধভাবে প্রতিবর্ণায়ন করা হয়েছে) পরপর তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। দু'টো বানানই রেখে দেয়া হলে নামের ভুল বানানের কারণে দু'জন ভিন্ন ধরনের লেখককে বুঝানো হবে। সেজন্য এসব

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে নামের সঠিক প্রতিবর্ণায়ন করতে হবে ও অপর বানানটি বন্ধনীবদ্ধ করে পার্শ্বে রাখতে হবে। যেমন, al-Mawdūdī (Mawdoodi)।

৪.৩ বাঁকা অক্ষরের ব্যবহার

ক. বাঁকা (Italics) অক্ষর দিয়ে শিরোনাম লিখা যাবে না। শিরোনামে ইটালিক্সকে রোমান অক্ষর স্টাইলে লিখতে হবে। শিরোনামের মধ্যে বিশেষ উপকরণের পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য এ নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। যেমন, 'The development of Uṣūl in Iraq'।

খ. সাধারণ ব্যবহারের বেলায় এ স্টাইল-শীটে আরবি বা অন্য বিদেশী মূল শব্দের জন্য ইটালিক্স ব্যবহার করা যাবে না। দেখুন পরিশিষ্ট ২(খ), (ঘ-চ) (পৃঃ ৪৪-৪৬)

গ. সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত করা না হলে অন্য বিদেশী শব্দের জন্য ইটালিক্স ব্যবহার করা যেতে পারে। অথবা কোন বিশেষ প্রকাশনায় কারিগরী ভাবযুক্ত শব্দের জন্য ইটালিক্স ব্যবহার করা যেতে পারে, সম্ভব হলেই ইটালিক্স'র ব্যবহার পরিহার করতে হবে।

ঘ. গুরুত্ব বুঝানোর জন্য অক্ষর স্টাইল হিসাবে মাঝে মধ্যে ইটালিক্স ব্যবহার করা যাবে।

ঙ. গ্রন্থপঞ্জীর তথ্য উপস্থাপনের বেলায় বই ও জার্নালের শিরোনামের জন্য অবশ্যই ইটালিক্স ব্যবহার করতে হবে (রোমান অক্ষর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শিরোনামের গুরুত্ব বুঝানো হয়ে থাকে)।

চ. গ্রন্থপঞ্জীর তথ্য পরিবেশনের সময় জার্নালের আর্টিকেলের শিরোনাম, অধ্যায়ের শিরোনাম, একাধিক গ্রন্থকারের বইয়ের প্রবন্ধের শিরোনাম, বা অপ্রকাশিত পেপার বা গবেষণা প্রবন্ধের শিরোনামের জন্য কোনভাবেই ইটালিক্স ব্যবহার করা যাবে না। একইভাবে গ্রন্থকারের নাম বা প্রকাশকের নাম, প্রকাশনার স্থান ও তারিখ এর জন্য ইটালিক্স ব্যবহার করা যাবে না।

ছ. ব্যক্তি বা স্থানের জন্য ইটালিক্স কোনভাবেই ব্যবহার করা যাবে না, তবে বিশেষ ধরনের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য (যেমন উপর্যুক্ত (ঘ)) ব্যবহার করা যাবে।

জ. কোটেশন ছোট হোক বা বড় হোক, পদ্য বা গদ্য যাই হোক, সাধারণ স্টাইল হিসাবে এর জন্য ইটালিক্স ব্যবহার করা যাবে না। এরপরও গুরুত্ব বুঝানোর জন্য কোন কোটেশনের ভিতরে অক্ষর স্টাইল হিসাবে ইটালিক্স (যেমন উপর্যুক্ত (ঘ)) ব্যবহার করা যাবে।

www.pathagar.com

৪.৪ কোটেশন

ক. সাধারণত ডাবল কোটেশন চিহ্নের ভিতরে নাতিদীর্ঘ কোটেশন থাকবে (তিন লাইনের কম) আর এটি মূল টেক্সটির ভিতরে থাকবে। শুধুমাত্র ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার জন্য বা কোটকৃত (quoted) বিষয় বিশেষ অবস্থানের মধ্যে রাখার প্রয়োজনে মূল টেক্সট হতে নাতিদীর্ঘ কোটেশনগুলো আলাদা করে নিতে হবে।

খ. দীর্ঘ কোটেশন বা 'উদ্ধৃতি'কে (তিন লাইন বা আরো বেশি) আলাদা অনুচ্ছেদ হিসাবে মূল টেক্সট থেকে আলাদা করে নিতে হবে এবং ডান ও বাম উভয় পার্শ্ব থেকে ইনডেন্ট করা হবে। "উদ্ধৃত অংশ" চিহ্নিত করার জন্য ইটালিক্স বা কোটেশন চিহ্ন ব্যবহার করা যাবে না। কোন গ্রন্থকারের টাইপস্ক্রিপ্ট (typescript) যখন চূড়ান্ত মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় তখন এর লে-আউটে (layout) 'উদ্ধৃতির' জন্য ছোট ফন্ট ও পৃষ্ঠার পুরো জায়গার দরকার হবে (অর্থাৎ কোন ইনডেন্টের প্রয়োজন হবে না)। সে যাই হোক, গ্রন্থকারের টাইপ স্ক্রিপ্টকে অবশ্যই উভয় পার্শ্ব থেকে ইনডেন্ট করে 'উদ্ধৃতির' আলাদা অবস্থা দেখাতে হবে।

গ. কোটেশনের ভিতরে কোন কিছু সন্নিবেশ করলে (ভাব বুঝানোর জন্য বা অন্য কোন কারণে) তা স্কয়ার বন্ধনীর মধ্যে জুড়ে দিতে হবে।

ঘ. কোন কিছু বাদ পড়ে যাওয়াকে (উদ্ধৃত টেক্সট হতে বাদ পড়া) পরপর তিনটি আঁটসাট বিন্দু দিয়ে নির্দেশ করতে হবে, বিন্দুর কোন পার্শ্বে কোনরকম জায়গা থাকবে না।

ঙ. কুরআনের উদ্ধৃতি বাছাই করতে হবে অধিক নির্ভরশীল বিদ্যমান অনুবাদ থেকে। কুরানিক টেক্সট এর সঠিক অনুবাদ পাওয়ার এ পন্থা গ্রহণ করতে হবে। অনুবাদে যে সেকেলে রূপ (যেমন, 'Thee', 'ye' ইত্যাদি) রয়েছে তা পুনঃব্যবহার করা যাবে না। সে যাই হোক, দু' বা দু'য়ের অধিক অনুবাদকর্মের তুলনার প্রেক্ষিতে কোন সংশোধন ছাড়াই মূলের ব্যবহার (৪.২.১ (i) বিধি অনুসরণ করে) করতে হবে।

চ. কুরআনের সূরা ও আয়াতের নাম্বারের রেফারেন্স গোল বন্ধনীর ভিতরে করা হবে, যেমন (২:২৩৮)। *Surat al-Baqarah: v. 238* বা (The Quran, Chapter 22 verse 238) বা অন্য কোন ভিন্নতা সঠিক হবে না। সূরা ও আয়াতের মধ্যেখানে কোলন (colon) দিয়ে আলাদা করে দেখাতে হবে, উভয় পার্শ্বে কোনরূপ জায়গা রাখা হবে না। নাম্বারের রেঞ্জ বুঝানোর জন্য en dash ব্যবহার করতে হবে; অনেকগুলো রেফারেন্স আলাদা করার জন্য কমার পরিবর্তে সেমি কোলনের ব্যবহার করতে হবে। কুরআনের কোন নাতিদীর্ঘ কোটেশনের বেলায় কুরআনের রেফারেন্সযুক্ত আয়াতের বন্ধনীর পর full stop (দাঁড়ি) বসবে, কোন অবস্থাতেই ডাবল কোটেশন চিহ্নের আগে full stop বসবে না। যেমন-

www.pathagar.com

Surat Saba' says : "My reward shall come from none but God. He is the Witness over all" (47).

কুরআনে আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

"We test all of you with good and evil, and to Us you shall all return" (*al-Anbiyā'*: 35).

ক. সূরা ও আয়াত দিয়েই কুরআনের বিভাজনকে বুঝানো হবে chapter ও *āyah* দিয়ে নয়। কোন একক সূরার উল্লেখের সময়ে সূরার নাম অবশ্যই প্রতিবর্ণায়ন করতে হবে ও ইটালিক্স করতে হবে, সূরার নামের আগে *surat* লিখতে হবে। যেমন-

Surat Yūsuf এ... (*Surah Yūsuf*... নয়)

Surat al-Nisā' এ ... (*al-Nisā'* ... নয়)

৪.৫ প্রারম্ভিক বড় হাতের বর্ণ ব্যবহার

ক. আল্লাহর নাম ও গুণাবলী, আল্লাহর নাম এবং Allah এর সর্বনামসূচক নামের (He, Him, His, Who, Whom, Whose; কার্যক্রমের বেলায় যেমন, We, Our, When Allah speaks of Himself) বেলায় প্রারম্ভিক বড় হাতের অক্ষর ব্যবহৃত হবে। যেমন-

the All Knower, the Most Merciful

the Oneness of Allah, His Omnipotence, His Mercy

His Hand, His Throne

খ. আল্লাহযুক্ত ব্যক্তির নামের বেলায় প্রতিবর্ণায়ন করতে হবে (দেখুন বিধি ৪.২.১ (গ)), প্রারম্ভিক বড় হাতের অক্ষর দিয়ে আলাদা শব্দের ন্যায় Allah লিখতে হবে যেমন, 'Abd Allah ('Abdallah or 'Abdullah নয়)।

গ. ব্যক্তির নামের মাঝখানে 'ibn' থাকলে প্রারম্ভিক বড় হাতের অক্ষর দিয়ে 'ibn' লিখা হবে না। তবে নাম যদি সংক্ষিপ্ত করে লিখা হয় ও নামের প্রথমেই 'ibn' আসে সেক্ষেত্রে প্রারম্ভিক বড় হাতের অক্ষর দিয়ে 'ibn' লিখতে হবে এবং 'ibn' কে 'bin' এর ন্যায় প্রতিবর্ণায়ন করতে হবে না। যেমন - Ibn Taymiyyah or Aḥmad ibn Taymiyyah.

ঘ. 'Abū' শব্দটি প্রতিবর্ণায়ন আকারে ব্যক্তির নাম হলে তাকে প্রারম্ভিক বড় হাতের অক্ষর দিয়ে লিখতে হবে, যেমন, 'Abū Muṣṭafā। লক্ষ্যণীয় যে, শব্দ গঠন পর্যায়ে 'Abū' 'abī' হয়ে যায় এবং প্রতিবর্ণায়নকৃত অবস্থায় আরবি নামের মধ্যে যদি এ অবস্থা হয় তখন বিভক্তি ও প্রত্যয় সম্বন্ধীয় পরিবর্তন দেখাতে হবে, যেমন 'Ali ibn Abī Ṭālib. তবে কখনো

www.pathagar.com

কখনো 'abū' এর সাথে প্রত্যয় যুক্ত হয় না নামের বাইরের কোন শব্দের সাথে সম্পর্কের কারণে কিন্তু নামের মধ্যেকার অন্য অংশের সাথে সম্পর্কের কারণে নয় (নিম্নে বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত উদাহরণে preposition *lī* দ্বারা বিষয়টিকে বুঝানো হয়েছে)। এ অবস্থায় প্রত্যয়যুক্ত অবস্থা (form) এখানে প্রদর্শিত হয়নি ঃ

He said to Abū Muṣṭafā (*qāla lī Abī Muṣṭafā*)

ক. 'Prophet(s) এর সাথে কোন ব্যক্তির নাম যুক্ত না হলে প্রারম্ভিক বড় হাতের অক্ষর যুক্ত হবে না, বা 'Prophet(s) এর the যুক্ত হলে সেক্ষেত্রে 'Prophet(s) প্রারম্ভিক বড় হাতের অক্ষর দিয়ে শুরু হবে। যেমন ঃ

All the prophets brought the same message,

The Prophet said ... Prophet Muhammad said ...

লক্ষ্যণীয় বিষয়, নাম ও পদবী উভয়টির সাথেই নির্দিষ্ট আর্টিকেল (definite article) ব্যবহার করা হলে ইংরেজীতে বিষয়টি বেখাপ্পা (awkward) দেখায়। যেমন কোন অক্ষর যুক্ত লিখা 'the King John' অশুদ্ধ। সে হিসাবে 'The Prophet Moses' এর ব্যবহার পরিহার করতে হবে।

খ. ইসলামী ক্যালেণ্ডারে মাসের নাম, গোত্র বংশের নাম সবসময় প্রারম্ভিক বড় হাতের অক্ষরে লিখতে হবে। একইভাবে 'Islam' (ধর্মের নাম), 'Muslim' (ইসলাম কবুলকারী ব্যক্তি), 'Shari'ah' (ইসলামী আইন), 'Revelation' (কুরআন) প্রারম্ভিক বড় হাতের অক্ষরে লিখতে হবে। কিছু কিছু শব্দ ও শব্দাংশ নামবাচক বিশেষ্য হিসাবে কাজ করে থাকলে বিশেষ প্রেক্ষাপটে সেগুলোর জন্য (যেমন, 'the Last Day', 'the Hour') প্রারম্ভিক বড় হাতের অক্ষর ব্যবহার করতে হবে। এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বেশিরভাগ শব্দই মূল আরবি। কুরআনের শব্দ, এগুলো আংশিক প্রতিবর্ণায়নকৃত। পূর্বে এগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। আরো বেশী জানার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ২ (খ-গ) পৃ" ৪৪-৪৬)।

৪.৬ Al-/The এর ব্যবহার

জাতিবাচক বিশেষ্যের আগে নির্দিষ্ট আর্টিকেল (al-/the) ব্যবহার বা পরিহারের বেলায় সংশ্লিষ্ট ভাষার ব্যাকরণ বিধি অনুসরণ করতে হবে ঃ

ক. জাতিবাচক বিশেষ্যের বেলায় একক কোন জিনিসকে বুঝানো হলে ইংরেজী ভাষার বিধি অনুযায়ী তার আগে 'the' ব্যবহার করতে হবে। যেমন 'the New Testament' অনুরূপ ইংরেজী বাক্যাংশ বা বাক্যে ব্যবহৃত একবচনে ব্যবহৃত আরবি বিশেষ্যের বেলায় আক্ষরিকভাবে আমরা আরবিতে ব্যবহৃত *al* এর অনুবাদ করতে পারি, যেমন ঃ

www.pathagar.com

the Qur'an (al-Qur'an ও the al-Qur'an নয়)

the Sunnah (al-Sunnah ও the al-Sunnah নয়)

the Ka'bah (al- Ka'bah ও the al- Ka'bah নয়)

খ. কোন নামবাচক বিশেষ্য একক নামের না হলে বা প্রেক্ষিত বিবেচনায় সংজ্ঞায়িত না হলে ইংরেজি ভাষায় নির্দিষ্ট আর্টিক্যাল ব্যবহৃত হবে না। সুতরাং ইংরেজি বাক্যাংশ বা বাক্যে ব্যবহৃত একবচনের আরবি বিশেষ্য শব্দে *al-* কোন অবস্থাতেই প্রতিবর্ণায়নকৃত হবে না, যেমন ঃ

Modern developments in Islamic jurisprudence ...

(the Islamic jurisprudence নয়)

Modern developments in *fiqh* ... (the *fiqh* নয়)

একইভাবে নামের অংশ হিসাবে ব্যক্তির নামের আগে যে সম্মানসূচক পদবী ব্যবহৃত হয় তার আগে ইংরেজীতে লিখার সময় নির্দিষ্ট আর্টিকেল ব্যবহার করা যাবে না।

গ. আরবি বাক্যাংশের ভিতরের জাতিবাচক বিশেষ্য যার পুরোটাই কোন ইংরেজী বাক্যে ব্যবহৃত হবে সেখানে আরবি বাক্যাংশের ব্যবহার সংক্রান্ত ব্যাকরণের সূত্র অনুযায়ী বর্ণিত বিশেষ্যের সাথে *al* শব্দাংশ যুক্ত হবে। যেমন,

Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī

al-maṣāliḥ al-mursalah

al-Khulafā' al-Rāshidūn

Ahl al-Kitāb

ইংরেজীতে আরবির নির্দিষ্ট আর্টিকেলের ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি পরিহারের জন্য পুরো আরবি বাক্যাংশ ব্যবহারের সময় বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যেমন, *Ahl al-Kitāb* দ্বারা 'The People of the Book'-ই বুঝানো হয়ে থাকে; সেজন্য *Ahl al-Kitāb* এর ব্যবহার অর্থহীন। ইংরেজী ব্যবহারের স্বাভাবিকতা বজায় রাখার জন্য এবং অর্থহীন ব্যবহার পরিহারের জন্য কোন কোন সময় বাক্যাংশের অনুবাদ করে দিতে হবে ও বন্ধনীর মধ্যে আরবিটা দিয়ে দিতে হবে।

ঘ. যে শব্দকে নির্দেশ করা (define) হয় তার আগে জায়গা রেখে 'AL' শব্দাংশ লিখতে হবে। টাইপ করার সময় অ-ভাঙ্গা হাইফেন ব্যবহার করতে হবে যাতে সাথী হিসাবে 'al' একই লাইনে থাকতে পারে। ব্যাকরণ যাই হোক বাক্য, শব্দ বা বাক্যাংশ প্রতিবর্ণায়ন করা হোক বা না হোক নির্দিষ্ট আর্টিকেলকে সবসময় 'ul' না লিখে 'il' লিখতে হবে।

www.pathagar.com

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জীসংক্রান্ত সাধারণ তথ্য

সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তথাকথিত 'humanities style' ও 'author-date style' শিরোনামে দু'টো স্টাইল আছে। প্রতিটি স্টাইলেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাদি রয়েছে। তবে IIIT প্রকাশনার ক্ষেত্রে 'humanities' (এরপর থেকে এ স্টাইলকে অধিক গ্রহণযোগ্য স্টাইল হিসাবে বিবেচনা করা হবে) কে অধিক গ্রহণযোগ্য হিসাবে মনে করা হয়। 'author-date style' সুবিধাজনক, আঁটসাট ও নির্ভরযোগ্য, তবে শিক্ষামূলক কাজে এর ব্যবহার বেশি, IIIT প্রকাশনার চেয়ে স্বল্প পরিসরের অধ্যয়নের বেলায় এর ব্যবহার দেখা যায়। বইয়ের সাথে সংযুক্ত প্রচলিত গ্রন্থপঞ্জীর সাথে এর ব্যবহার করা হতে পারে। স্বল্প পরিসরের প্রকাশনার ক্ষেত্রে এবং ব্যাপকভিত্তিক পাঠকের উদ্দেশে সবসময় প্রচলিত গ্রন্থপঞ্জী যথার্থ নয়।

প্রচলিত গ্রন্থপঞ্জীতে দেয়া রেফারেন্সের নিয়ম-কানুনের পার্থক্যকরণ আবশ্যক, পাদটীকা/শেষ দ্রষ্টব্যে প্রদত্ত রেফারেন্সের পার্থক্যকরণও আবশ্যক। আইটেমের সংখ্যা বিশেষ করে যেভাবে আইটেমগুলোকে সাজানো হয়েছে তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। Preferred style'-এ পাদটীকা বা শেষ দ্রষ্টব্যে ব্যবহৃত 'দীর্ঘ' ('lower') ও 'নাতিদীর্ঘ' ('short') রেফারেন্সগুলোকে কোন বইয়ে প্রথম বারের ও পরের বারের রেফারেন্স হিসাবে পার্থক্য করারও প্রয়োজন রয়েছে।

৪.৮ অধিক গ্রহণযোগ্য স্টাইল

৪.৮.১ প্রয়োজনীয় আইটেমের জন্য

গ্রন্থপঞ্জীর আইটেমের প্রয়োজনীয় তথ্য নিচের তালিকায় দেয়া হলো। লক্ষ্যণীয় যে, তালিকায় যেসব আইটেমের কথা বলা হয়েছে সব ধরনের প্রকাশনায় এগুলো পাওয়া যায় না, তবে পাওয়া গেলে অবশ্যই বইয়ে এগুলো সরবরাহ করতে হবে।

ক. Author(s) name(s)-main name(s) first name(s) এবং/অথবা initials।

খ. গ্রন্থকারের প্রাসঙ্গিক অন্য তথ্য, যেমন translator ইত্যাদির হিসাবে তথ্য।

গ. শিরোনাম-প্রকাশনার শিরোনাম (বই, জার্নাল ইত্যাদি), আর্টিকেল বা রচনা বা অধ্যায় শিরোনাম, খণ্ড ও জার্নালের ইস্যু নাম্বার।

ঘ. অতিরিক্ত তথ্য-প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে বইয়ের ভিতরের অতিরিক্ত উপকরণ সম্বন্ধে তথ্য, এর মধ্যে আলাদা ধরনের গ্রন্থকারের বিষয় যেমন 'Foreward by ...' অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

www.pathagar.com

ঙ. বইয়ের বিস্তারিত বিবরণ-প্রকাশকের নাম, প্রকাশের স্থান, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সিরিজের নাম, খণ্ড নাম্বার; বইয়ের প্রকাশনার তারিখ বা কোন তারিখ নেই (এবং যেখানে প্রাসঙ্গিক সেখানে ক্যালেণ্ডারের স্পেসিফিকেশন)।

৪.৮.২ তথ্যের উপস্থাপনা ঃ উদাহরণ

প্রয়োজনীয় তথ্য আইটেম, উপস্থাপনের নিয়ম, স্বল্প পরিসরে হলেও বিভিন্ন আইটেম পৃথক করার জন্য ব্যবহৃত বিরতি চিহ্নের ব্যবহারে ভিন্নতা প্রকাশ পায় এবং গ্রন্থপঞ্জীতে রেফারেন্স সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলো কি না বা পাদটীকা/শেষ দ্রষ্টব্যে দীর্ঘ বা নাতিদীর্ঘ রেফারেন্স ব্যবহৃত হলো কি না তার উপর দৃষ্টি রাখতে হবে। পরপর উদাহরণগুলো নির্বাচিত করা হয়েছে ব্যাখ্যা করে বুঝানোর জন্য (এক বা দু'টি বানানো), অনেকগুলো বইয়ের বেলায় ব্যবহারের জন্য তিন ধরনের আকৃতি এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। উদাহরণগুলোতে ইংরেজী বর্ণমালার B, L বা S যথাক্রমে 'Bibliography', 'Long reference' 'Short reference' এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্যের কোন আইটেমগুলোকে আলাদা করার নিমিত্ত বিরতি চিহ্ন ব্যবহারে বিশেষ মনোযোগী হওয়ার জন্য আমরা গ্রন্থকার ও কপি সম্পাদকদেরকে অনুরোধ জানাবো।

উদাহরণ ১ ঃ

B. Beck, Aaron T., *Cognitive Therapy and The Emotional Disorders*, New York : New American Library, 1976

L. Aaron T. Beck, *Cognitive Therapy and The Emotional Disorders*, (New York: New American Library, 1976). pp. 29-35.

S. Beck, *Cognitive Therapy*, pp. 32-33.

উদাহরণ ২ ঃ

B Badri, Malik B., 'Abū Zayd al-Balkhī: A Genius Whose Contributions to Psychiatry Needed More Than Ten Centuries to be Appreciated', *Malaysian Journal of Psychiatry 6(2)* (September 1999), 48-53.

L Malik B. Badri, 'Abū Zayd al-Balkhī: A Genius Whose Contriubtions to Psychiatry Needed More Than Ten Centuries to be Appreciated', *Malaysian Journal of Psychiatry 6(2)* (September 1999), 48-53.

S Badri, 'Abū Zayed al-Balkhī', p. 51.

www.pathagar.com

উদাহরণ ৩ ঃ

B al-Ghazālī, Abū Ḥamīd, *Al-Ḥikmah fī Makhlūqāt Allāh*. Beirut: Dār Iḥyā' al-'Ulūm, 1984.

L Abū Ḥamīd al-Ghazālī, *Al-Ḥikmah fī Makhlūqāt Allāh*. (Beirut: Dār Iḥyā' al-'Ulūm, 1984), pp.13, 14.

S Al-Ghazālī, *Al-Ḥikmah*, p. 17

উদাহরণ ৪ ঃ

B al-Ghazālī, Muḥamad, *Fiqh al-Sīrah*. Beirut: Dār Kutub al-Ḥadīthah, 1960.

L Muḥmmad al-Ghazālī, *Fiqh al-Sīrah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ḥadīthah, 1960), p. 190.

S Al-Ghazālī, (Muḥammad), *Fiqh al-Sīrah*, 191.

উদাহরণ ৫ ঃ

B Elkadi, Ahmed 'Quranic Concepts of Eliminating Negative Emotions : Another Aspect of the Healing Effects of the Quran'. Unpublished paper presented at the 5th International Conference on 'The Scientific Signs of Quran and Sunnah', Moscow, September 1993.

L Ahmed Elkadi, 'Quranic Concepts of Eliminating Negative Emotions : Another Aspect of the Healing Effects of the Quran' (unpublished paper: Moscow, September 1993).

S Elkadi, 'Quranic Concepts' (unpublished paper).

উদাহরণ ৬ ঃ

B Carson, R.C., J. N. Butcher and J. C. Coleman, *Abnormal Psychology and Modern Life*, 8th edn. London: Scott, Foresman & Co., 1988.

L R.C. Carson, et al., *Abnormal Psychology and Modern Life*, (8th edn. London: Scott, Foresman & Co., 1988), p. 368.

S Carson et al., *Abnormal Psychology*, p. 368.

উদাহরণ ৭ ঃ

www.pathagar.com

B Ibn Taymiyyah, *Majmū' Fatāwā al-Imām Aḥmad ibn Taymiyyah.* 24 vols. Riyadh: Maṭābi' al-Riyāḍ, n.d.

L Ibn Taymiyyah, *Majmū' Fatāwā al-Imām Aḥmad ibn Taymiyyah.* (Riyadh: Maṭābi' al- Riyāḍ, n.d.), vol. 10, pp. 221-25.

S Ibn Taymiyyah, *Fatāwā*, vol. 10, p. 221.

উদাহরণ ৮ ঃ

B al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn, *Nasb al-Majānīq lī Nasf Qiṣṣat al-Gharānīq*. Beirut : Manshūrāt al-Maktab al-Islāmī, 1372 AH (1952).

L Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Nasb al-Majānīq lī Nasf Qiṣṣat al-Gharānīq*. (Beirut : Manshūrāt al-Maktab al-Islāmī, 1372 AH /(1952), pp. 187-93.

S Al-Albānī, *Nasb al-Majānīq*, vol. 10, p. 195.

উদাহরণ ৯ ঃ

B Winter, T. J. (trans., with introduction and notes), *The Remembrance of death and the After Life (Book XL of Ihyā' 'Ulūm al-Dīn),* Cambridge : Islamic Texts Society, 1989.

L T. J. Winter, (trans., with introduction and notes), *The Remembrance of death and the After Life (Book XL of Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn),* (Cambridge : Islamic Texts Society, 1989), p. 64.

S Winter, *Remembrance of Death*, pp.64-67.

উদাহরণ ১০ ঃ

B Badri, Malik, *Contemplation : An Islamic Psycho-Spiritual Study*. Trans. from the Arabic by Abdul-Wahid Lu'lu'a; Introduction by Shaykh Yusuf al-Qaradawi. Herndon VA: International Institute of Islamic Thought, 2000.

L(a) Malik Badri, *Contemplation : An Islamic Psycho-Spiritual Study* (Herndon VA: International Institute of Islamic Thought, 2000), pp. 13-15.

www.pathagar.com

L(b) Malik Badri, *Contemplation : An Islamic Psycho-Spiritual Study* (Herndon VA: International Institute of Islamic Thought, 2000), 'Introduction' (by Yusuf al-Qaradawi), pp. ix-xi.

S Badri, *Contemplation*, p. 18.

৪.৮.৩ উদাহরণের দ্রষ্টব্য

ক) গ্রন্থপঞ্জীতে বইয়ের বিস্তারিত বিবরণ আলাদা বাক্যে লিখা হয় কোন বন্ধনীর মধ্যে লিখা হয় না। গ্রন্থপঞ্জীর কাজ হলো এমন কিছু তথ্য সরবরাহ করা যাতে বইটিকে সহজে ও দক্ষতার সাথে সনাক্ত করা যায়। দীর্ঘ বন্ধনীতে বইয়ের বিস্তারিত বিবরণ মনোযোগের বিষয় হয় না, পাঠকদেরকে বইয়ের বিবরণ বিস্তারিতভাবে পাওয়ার জন্যই (তারা যদি এমনটি পেতে চায়) এমনটি করা হয়ে থাকে।

খ) গ্রন্থকারের নামে যেখানে বইয়ের নামের তালিকা করা হয় সেখানে গ্রন্থপঞ্জীর জন্য গ্রন্থকারের নাম বা সনাক্তকারীর নাম গ্রন্থকারের প্রথম নামের বা প্রারম্ভিক (initial) নামের আগে দিতে হবে। 'দীর্ঘ' (Long) রেফারেন্সের জন্য এ নিয়ম হলো উল্টো, নাতিদীর্ঘ রেফারেন্সের জন্য শুধু মূল নামটি ব্যবহার করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে কোন বিভ্রান্তি স্পষ্ট হলে প্রথম নামটি অবশ্যই দিতে হবে (তুলনা করে দেখুন উদাহরণ 3S, 4S)।

ক) গ্রন্থপঞ্জীতে বর্ণনাক্রমিক সর্টিং এর জন্য গ্রন্থকারের সনাক্তকারীর নামে প্রারম্ভিক '*ayn* এবং আর্টিকেল *al* এর ব্যবহার পরিহার করতে হবে। এর কারণ গ্রন্থপঞ্জীতে বর্ণনাক্রমিক নিয়মের উপরই আলোকপাত (focus) করা হয়েছে, এখানে প্রারম্ভিক বড় হাতের অক্ষরে *al* লিখা হয়নি। এরপরও 'নাতিদীর্ঘ' (short) রেফারেন্সের বেলায় বাক্যের মধ্যে শুরু করার উপকরণটিই হলো *al*। এটি প্রারম্ভিক বড় হাতের অক্ষরে লিখা হয় (উদাহরণ 4B/4S, 5B/5S)।

খ) দু'য়ের অধিক গ্রন্থকার হলে দীর্ঘ ও নাতিদীর্ঘ উভয় রেফারেন্সেই 'et al ব্যবহার করতে হবে। তবে গ্রন্থপঞ্জীতে যেখানে সব গ্রন্থকারের নাম পুরোপুরি লিখতে হবে সেখানে এ নিয়ম চলবে না (উদাহরণ ৬)।

গ) গ্রন্থকারের বাড়তি তথ্য ব্যতিক্রমী ধরনের দীর্ঘ আকারের হলে (উদাহরণ ১০) বইয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার আগে আলাদা বাক্যে গ্রন্থকারের তথ্য দেয়া যেতে পারে। সচরাচর 'দীর্ঘ' রেফারেন্সেও (দেখুন 10 L(a)) এ ধরনের তথ্য দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। রেফারেন্সটি যদি বিশেষভাবে বইয়ে প্রদত্ত অতিরিক্ত বিষয় হয়ে থাকে তখন প্রয়োজনীয় ন্যূনতম তথ্য অবশ্যই বইয়ে দিতে হবে (দেখুন 10 L(b))।

www.pathagar.com

ঘ) অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি যা বাঁধাইকৃত ও পৃষ্ঠাঙ্কিত নয় তার কোন পৃষ্ঠা রেফারেন্সে দেয়া যাবে না (উদাহরণ ৫)। বাঁধাইকৃত ও পৃষ্ঠাঙ্কিত ডিজার্টেশনের রেফারেন্স পৃষ্ঠা হবে। এ ডিজার্টেশন বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী বা পাঠকদের কাছে সহজলভ্য হতে হবে।

ঙ) বইয়ের বিষয়বস্তু ও কাঙ্খিত পাঠকের প্রকৃতির উপর নির্ভর করলে বইয়ের শিরোনাম অনুবাদে সহায়ক হবে। তবে ইংরেজী ভাষায় প্রণীত বইয়ের জন্য এটি প্রযোজ্য হবে। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গ্রন্থপঞ্জীতে (অর্থাৎ দ্রষ্টব্যের কোন রেফারেন্সে নয়) বইয়ের মূল নামের পরে ইংরেজীতে অনূদিত নাম বন্ধনীতে ও রোমান অক্ষরে লিখতে হবে। তবে ইটালিক্স ও কোন কোটেশন চিহ্ন এখানে ব্যবহৃত হবে না।

৪.৮.৪ *Ibid* ও রেফারেন্সে অন্যান্য *abbreviations* চিহ্ন

ক) সংক্ষিপ্ত রূপ 'ibid' এর অর্থ 'একই জায়গায়', 'ibid' এর পরে অবশ্যই full stop বসবে। এটি লিখার জন্য বাক্যের প্রথমে হলে প্রারম্ভিক বড় হাতের অক্ষর ব্যবহৃত হবে। পৃষ্ঠা রেফারেন্স লিখা হলে একটি কমা (,) ব্যবহার করতে হবে।

উদাহরণ

Badri, *Contemplation*, pp. 16-18.

Ibid., p. 19 (= বইয়ের নামটি পূর্ববর্তী দ্রষ্টব্যে উল্লেখ করা হয়েছে, পৃঃ ১৯)।

Ibid. (=একই বই ও একই পৃষ্ঠা পূর্ববর্তী দ্রষ্টব্যে উল্লিখিত)।

খ) সংক্ষিপ্ত রূপ 'op.cit' ব্যবহার করা যাবে না। ৪.৮.২ এ উল্লিখিত 'নাতিদীর্ঘ' রেফারেন্স স্টাইল ব্যবহার করতে হবে।

গ) পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত রূপ 'p', বহুবচনে এটি ' pp' ।

ঘ) Volume এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'vol.', বহুবচনে (volumes) ' vols.'।

ঙ) 'Note' এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'n', বহুবচনে ' nn' ।

চ) ভল্যুমের নাম্বার রোমান অক্ষরে না লিখে আরবি নাম্বারে লিখতে হবে। স্মৃতিবহ কোন ভাব প্রকাশ ছাড়া রোমান স্টাইলের আসলে কোন বাস্তবতা নেই। রোমান অক্ষর বা নাম্বারের জন্য বেশি জায়গার প্রয়োজন হয়। বহু পাঠকই নাম্বারে কি বুঝানো হয়েছে তা বুঝার জন্য আরবি নাম্বারে 'অনুবাদ'

www.pathagar.com

করার প্রয়োজন বোধ করে। ক্যাটালগে বইটি কোথায় আছে আরবি নাম্বারের ন্যায় রোমান নাম্বারে কোন সমস্যা হয় না।

ছ) Hyphen এর পরিবর্তে en dash দিয়ে নাম্বারের রেঞ্জ আলাদা করতে হবে, Dash এর উভয় পার্শ্বে কোন জায়গা থাকবে না। একই বইয়ের সিরিজের রেফারেন্সকে কমা দিয়ে আলাদা করে বুঝাতে হবে। আর বিভিন্ন বইয়ের সিরিজের রেফারেন্স নাম্বারকে সেমিকোলন দিয়ে আলাদাভাবে বুঝানো হয়ে থাকে।

উদাহরণ ঃ

Ibn Taymiyyah, *Fatāwā*, vol. I, pp. 221-25, vol. 2, p. 197;

Ibn al-Qayyim, *Miftāḥ*, p. 180।

জ) লক্ষ্য করুন যে, vol. p., n., বুঝানোর জন্য নাম্বারের সাথে কোন জায়গা ব্যবহার করা হয়নি। তবে রোমান নাম্বারের বেলায় বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য নাম্বারের পার্শ্বে জায়গা রাখা হয়।

উদাহরণ ঃ

Badri, *Contemplation,* 'Introduction', pp. ix-xii, (not pp. ix-xii)

৪.৯ 'গ্রন্থকার-তারিখ স্টাইল'

আমরা জোর দিয়ে বলি যে, এটি IIIT প্রকাশনায় ব্যবহৃত স্টাইল নয়। 'Preferred Style' এর চেয়ে 'author-date style'-কে প্রাধান্য দিয়ে যারা রেফারেন্স ও গ্রন্থপঞ্জীকে রূপান্তরের কাজটি করতে চান সেসব কপি এডিটর বা গ্রন্থকারদের সুবিধার্থে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে উপস্থাপন করা হলো ঃ

ক) প্রয়োজনীয় তথ্য আইটেমে দু'টো আইটেমের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

খ) প্রচলিত গ্রন্থপঞ্জীর উপর 'author-date style' নির্ভরশীল। এ পদ্ধতিতে সব প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে টেক্সট ও নোটের (notes) রেফারেন্স খুবই সাশ্রয়ী হবে। আসলে পাঠকদেরকে গ্রন্থপঞ্জী সংক্রান্ত তথ্য দেয়ার জন্য পাদটীকা বা শেষ দ্রষ্টব্যে (end notes) এর কোন দরকার নেই।

গ) এর কারণ একাডেমিক পাঠকদের জন্য প্রাথমিকভাবে এ স্টাইলকে চিন্তা করা হয়েছিল, ভল্যুমের রেফারেন্স ও পৃষ্ঠা নং এ স্টাইলে ব্যবহৃত হয় না। এ নিয়মটি হলো ঃ 'volume number : page number(s)'।

www.pathagar.com

ঘ) 'দীর্ঘ' ও 'নাতিদীর্ঘ' স্টাইল রেফারেন্সের ক্ষেত্রে 'author-date style' পদ্ধতিতে টেক্সট ও নোটের (notes) মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

ঙ) একই বৎসরে একই গ্রন্থকারের দু'বা দু'য়ের অধিক বই প্রকাশিত হলে ছোট হাতের a, b, c ইত্যাদি দিয়ে প্রকাশের বৎসরের ক্রম বুঝাতে হবে।

চ) অন্য কোন কিছু বুঝানো না হয়ে থাকলে 'author-date style' এর পরে ব্যবহৃত নাম্বার দ্বারা পৃষ্ঠা নাম্বার বুঝানো হবে। কোন বিশেষ ভল্যুমকে ঐ ভল্যুমের পৃষ্ঠা নং ছাড়া বুঝানো হলে সেক্ষেত্রে 'vol.' করতে হবে।

ছ) প্রাচীন বা ক্লাসিক্যাল বইগুলোতে 'author-date style' রেফারেন্স দেখতে অসুন্দর দেখায়। যেমন 'al-Ghazālī 1988' দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই মহান পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদ Abū Ḥamīd al- Ghazālī কে না বুঝায়ে কোন আধুনিক যমানার গ্রন্থকারের কথাই মনে করিয়ে দেয়। কোন কোন বইয়ে সঠিক হলে year-date এর পরে সম্পাদকদের নাম বা 'edn' শব্দটি পাঠককে সতর্ক করে দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রকাশনার তারিখ না থাকলে year-date এর স্থলে সংক্ষিপ্ত 'n.d.' ব্যবহৃত হয়। সে যাই হোক একই গ্রন্থকারের এরূপ অনেকগুলো বই থাকলে প্রকাশনার স্থানের ন্যায় সনাক্তকরণের তথ্য থাকা উচিত।

জ) নিম্নের উদাহরণ (সবগুলোই কাল্পনিক) গুলোতে গ্রন্থপঞ্জীর তথ্য, দ্রষ্টব্যের রেফারেন্স, মূল টেক্সটের রেফারেন্স নির্দেশ করার জন্য B, N, T বর্ণগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্যের আইটেমগুলোকে আলাদা করার জন্য ব্যবহৃত বিরতি চিহ্নগুলোর দিকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

উদাহরণ ১ ঃ

B Beck, Aaron T., (1976) *Cognitive Therapy and the Emotional Disorders*. New York: New American Library.

N For a detailed discussion see Beck 1976, pp. 29-35.

T Both earlier and later discussion of this point (e.g. Beck 1976, 32-33; Badri 1999, 48-51) have stressed ...

উদাহরণ ২ ঃ

B Badri, Malik B. (1999) 'Abū Zayd al-Balkhī:

A Genius Whose Contriubtions to Psychiatry Needed More Than Ten Centuries to Be Appreciated', *Malaysian Journal of Psychiatry 6(2)* (September), 48-53.

N For a detailed discussion see Badri 1999, 48-53; 2000, 23-31.

www.pathagar.com

T Badri in particular (1999, 48) has stressed that ...

উদাহরণ ৩ ঃ

B al-Ghazālī, Abū Ḥamīd (1984 edn.) *Al-Ḥikmah fī Makhlūqāt Allāh*. Beirut: Dār Iḥyā' al-'Ulūm.

N For the classical Sunni viewpoint see al-Ghazālī 1984 edn., 13, 14.

T Al-Ghazālī (1984 edn. 13-24) was one of the earliest exponents ...

উদাহরণ ৪ ঃ

B Elkadi, Ahmed (1993) 'Quranic Concepts of Eliminating Negative Emotions : Another Aspect of the Healing Effects of the Quran'. Unpublished paper presented at the 5th International Conference on 'The Scientific Signs of Quran and Sunnah', Moscow, September 1993.

N For an analogous approach, see Elkadi 1993.

T Elkadi (1993) makes a comparable claim for the healing ...

উদাহরণ ৫ ঃ

B Carson, R.C., J. N. Butcher and J. C. Coleman (1988 edn.) *Abnormal Psychology and Modern Life*, 4th edn. London: Scott, Foresman & Co.

N On particularly alarming aspects of the statistical evidence, see Carson et al. 1988 edn., 368.

T Carson et al. (1988 edn.) has been a standard text for some years.

উদাহরণ ৬ ঃ

B Ibn Taymiyyah (n.d.) *Majmū Fatāwā al-Imām Aḥmad ibn Taymiyyah*. 24 vols. Riyadh: Maṭābi' al-Riyāḍ.

N Ibn Taymiyya offers the same line of argument in other similar rulings (see n.d., 10:221-25, 234-35).

T Ibn Taymiyyah (n.d., 10:221) is almost unique in his insistence on ...

উদাহরণ ৭ ঃ

www.pathagar.com

B Badri, Malik (2000) *Contemplation : An Islamic Psycho-Spiritual Study*. Trans. from the Arabic by Abdul-Wahid Lu'lu'a; Introduction by Shaykh Yusuf al-Qaradawi. Herndon VA: International Institute of Islamic Thought.

N(a) The concept is elaborated further in Badri 2000, 13-15.

N(b) The healer's ambition is succinctly stated in Badri 2000, 'Introduction' ix-xi.

T Badri (2000, xiii) identifies some of the difficulties facing the translator who

৪.১০ বিবিধ বিষয়

৪.১০.১ বিশেষ ধরনের সংক্ষিপ্তকরণ

নিম্নের বিশেষ ধরনের সংক্ষিপ্তকরণের বিষয়গুলোকে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে ব্যবহার করা (বড় হাতের অক্ষরে ও বন্ধনীর মধ্যে) যেতে পারে ঃ

(SWT)—at first mention of the name of Allah.

(SAAS)—at first mention of Prophet Muhammad.

(RAA)—at first mention of the name of a Companion.

৪.১০.২ আদ্যক্ষর *(acronyms)*

নামের প্রথম ব্যবহারের পর বদল করার জন্য আদ্যক্ষরা (acronym) ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্য পন্থা ব্যবহারের চেয়ে আদ্যক্ষরার আগে নাম ব্যবহার করা হলে বুঝতে সহজ হয়। আদ্যক্ষরা কখন ব্যবহার করা হয় তা জানা থাকলে বৈচিত্র্য আনার জন্য নামের সংক্ষিপ্ত রূপ আদ্যক্ষরার বিকল্প (alternative) করা যেতে পারে।

উদাহরণ ঃ

The International Institute of Islamic Thought (IIIT) was set up ...

The IIIT now has offices in London and Islamabad ...

The Institute has an extensive publications programme, as well as ...

৪.১০.৩ তারিখ

গ্রেগরিয়ান বা সাধারণ যুগের তারিখের জন্য সাধারণত ক্যালেণ্ডারকে বিশেষভাবে উল্লেখের দরকার পড়ে না। ইসলামিক বা হিজরী ক্যালেণ্ডার অনুসারে কোন তারিখ দেয়া হলে আর এ তারিখ শুধুই একা থাকলে তারিখের সাথে AH বর্ণ লিখিত থাকতে

www.pathagar.com

হবে। এটি লিখা হবে বড় হাতের অক্ষরে এবং কোন Full stop ব্যবহৃত হবে না। কখনো গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডার চিহ্নিত করতে হলে প্রয়োজন অনুযায়ী AC বা BC ব্যবহার করতে হবে। যখন উভয় ক্যালেণ্ডারের তারিখ পাশাপাশি দেয়া হয় তখন একটা অবলিক (/) বা ফরোয়ার্ড স্ল্যাশ দিয়ে উভয় তারিখকে আলাদা করতে হবে (তবে কোন হাইফেন বা কোন en dash দিয়ে নয়)। উভয় ক্যালেণ্ডারের তারিখকে একটি en dash দিয়ে (কোন হাইফেন দিয়ে নয়) আলাদা করতে হবে। যখন বিভিন্ন ক্যালেণ্ডারের তারিখসমূহের রেঞ্জসমূহ পাশাপাশি থাকে তখন অবলিক বা ফরোয়ার্ড স্ল্যাশ দিয়ে উভয় রেঞ্জকে আলাদা করে দেখাতে হবে।

উদাহরণ ঃ

Al-Ghazālī (d. IIII)

Al-Ghazālī (d. 505 AH)

Al-Ghazālī (d. 505/IIII)

Al-Ghazālī (450-505/1058-IIII)

৪.১০.৪ হাইফেন ও ড্যাশ

হাইফেন কোন শব্দ বা কোন ধারণার দু'টো উপকরণকে যুক্ত করে ঃ যেমন, 'Socio-economic; neo-Georgian; en dash (দু'টো হাইফেনের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে) ব্যবহৃত হয় সাময়িকভাবে কোন মনোযোগ আকর্ষণের দু'টো উপকরণকে যুক্ত করার জন্য, তবে এটি কোন শব্দ বা ধারণার গঠনে ব্যবহৃত হয় না ঃ যেমন, The 'Iran-Iraq war', 'The London—Edinburgh train; সেজন্যই en dash পৃষ্ঠা নাম্বারের রেঞ্জ বা তারিখের রেঞ্জ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় ঃ যেমন, '1914-1918' pp. 8-12 ।

em dash (তিনটি হাইফেনের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে) কখনো ব্যবহার করা যাবে না। কোন বাক্যে বন্ধনী নির্দেশ করার জন্য বা বাক্যের মূল অংশ হতে ব্যাখ্যামূলক মন্তব্যকে আলাদা করার জন্য (যেখানে কোন ব্রাকেট কাজ করে না) উভয় দিকে জায়গা রেখে en dash ব্যবহার করতে হবে।

উদাহরণ ঃ

He could not understand—or, more likely, did not

choose to understand— the questions put to him

He remained silent—in other words, he refused to cooperate.

৪.১০.৮ হামজা ও এপস্ট্রফি

একটা এপস্ট্রফি দিয়ে (') হামজার প্রতিবর্ণায়ন করা হয় বা এপস্ট্রপির ন্যায় বিশেষ কোন চিহ্ন দিয়ে হামজার প্রতিবর্ণায়ন হয়। শব্দের শেষে প্রতিবর্ণায়নকৃত হামজা দিয়ে শব্দ শেষ হয়। মালিকানা বা এ জাতীয় কোন সম্পর্ক বুঝানোর জন্য

www.pathagar.com

সাধারণত 's' এর পূর্বে এপ্‌স্ট্রপি ['] ব্যবহৃত হয়। শব্দ বা বাক্যাংশের আগে 'of' গঠন বা কর্মবাচ্যমূলক শব্দ ব্যবহার করে এপ্‌স্ট্রফি পরিহার করার নিমিত্ত শব্দ বা ব্যাক্যাংশ পুনঃলিখিত হয়।

উদাহরণ ঃ

The *fuqahā"s* ruling on this question, given at the 1986 convention ...

The ruling of the *fuqahā'* on this question, given at the 1986 convention ...

The ruling given on this question by the *fuqahā'* at the 1986 convention ...

৪.১০.৯ ব্রাকেটের ব্যবহার

অতিরিক্ত কোন তথ্য সংযুক্তির জন্য রাউণ্ড ব্রাকেট (যা সংযুক্ত বাক্যের সাথে বৈয়াকরণিকভাবে সংযুক্ত নয়) ব্যবহার করতে হবে (উদাহরণ, আরবি শব্দ যা প্রায় ইংরেজী সমমানের শব্দ দ্বারা উচ্চারণ করা হয়; বা কোন ঘটনার তারিখ)।

উদ্ধৃত কোন টেক্সটের ভিতরে কোন কিছু যোগ করতে হলে এবং অনূদিত টেক্সটের মধ্যে বেশি মাত্রায় কোন কিছুর প্রবেশ ঘটলে ঐসব ক্ষেত্রে স্কয়ার ব্রাকেট ব্যবহার করতে হবে।

ব্র্যাকেটের ভিতরে ব্র্যাকেট ব্যবহার করতে হলে তখন রাউণ্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে স্কয়ার ব্র্যাকেট এবং স্কয়ার ব্র্যাকেটের ভিতরে রাউণ্ড ব্যবহার করতে হবে।

ব্র্যাকেটের মধ্যেকার শব্দগুলো দিয়ে কোন স্বতন্ত্র বাক্য গঠিত হলে শেষ ব্র্যাকেটের আগে একটি full stop দিতে হবে।

৪.১০.১০ ম্যানুয়েল বিবেচনা করুন

অনেকগুলো বিষয় রয়েছে যেগুলো স্টাইল শীটে নেই। আমরা বোধগম্য বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করিনি। তবে এমন বিষয়ের উপর মনোযোগ দেয়া হয়েছে যা অতীতের দিনগুলোতে IIIT 'র সাথে যারা কাজ করছেন সেসব গ্রন্থকার ও কপি-এডিটরদেরকে সবচেয়ে বেশি হতবুদ্ধি করেছে। এ পুস্তিকার পাঠকদেরকে সেজন্য স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রকাশনার জন্য কোন পাঠসামগ্রী প্রস্তুতে সমস্যা মোকাবেলায় ব্যাপকভিত্তিক আলোচনার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্টরা *The Chicago Manual of style* বইটি দেখতে পারেন। (১.৬; ৪.১(ক)) এর উপর্যুক্ত আলোচনায় এ ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আমেরিকান ইংরেজি বানান

IIIT'র সকল প্রকাশনায় আমেরিকান বানান ব্যবহার করতে হবে। আমেরিকান পদ্ধতির বানানের একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো। এখানে ব্রিটিশ ইংরেজি বানান অনুসৃত হয়নি। আমেরিকান বানান পদ্ধতিতে Webstar অভিধান-এর নিয়ম অনুসৃত হয়েছে।

behavior

benefit, benefiting, benefited

caliber

center

color, coloring, colored

cooperate/cooperation

defense (noun), defenseless

dialog/dialogue

epilog/epilogue

favor, favorable, favoring, favored

flavor, flavored

fulfill, fulfilling, fulfilled

gray (not grey)

honor, honorable, honoring, honored

installment

jail (not gaol)

judgment

labeled

level, leveling, leveled

marvelous

meager

www.pathagar.com

meter, centimeter, kilometer etc.

modeling

offense (noun)

practice (verb and noun), practicing

program

signaled

skeptic (al)

skillful, skillfully, skillfulness

succor

unraveled

valor

worship, worshiping, worshiped, worshiper

দ্র. অনেক শব্দ ব্রিটিশ ইংলিশ পদ্ধতিতে -ize বা -ise দিয়ে শেষ হতে পারে তবে আমেরিকান পদ্ধতিতে -ize দিয়ে শব্দ শেষ করতে হবে।

উদাহরণ ঃ	specialize	specialization
	civilize	civilization
	immunize	immunization

আরেক পদ্ধতিতে ব্রিটিশ ইংলিশ -our দিয়ে শব্দ শেষ হয়, আমেরিকান পদ্ধতিতে তা -or দিয়ে শেষ করতে হবে।

যেমন ঃ favor

flavor

color

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ২

বিশেষ ধরনের বানান

বিভিন্ন কারণে IIIT প্রকাশনা কার্যক্রমে কিছু শব্দের বিশেষ ধরনের বানান নীতি অনুসরণের কথা বলছে।

২। ক) বিশেষভাবে স্বতন্ত্র নামসমূহ

পয়গম্বরের নাম উল্লেখের সময় আল্লাহ ও রাসূলের নাম ও ইসলামের পবিত্রতম দু'নগরীর নাম নিম্নভাবে লিখতে হবে ঃ

Allah (not Allāh)

Muhammad (not Muḥammad or other variant spellings)

Makkah (not Mecca, not Makkah al-Mukarramah)

Madinah (not Medina, not Madīnah al-Munawwarah)

খ) মূল আরবির জাতিবাচক বিশেষ্য, একক রেফারেন্স

মূল আরবির জাতিবাচক বিশেষ্য, একক রেফারেন্স প্রারম্ভিক বড় হাতের অক্ষরে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আর্টিকেল নিম্নভাবে লিখতে হয় ঃ

the Qur'an (not Koran, Quran, Qur'ān); (adjectivally)

Qur'anic (not Koranic, etc.)

the Sunnah (meaning the Sunnah of the Prophet)

the Shari'ah (meaning the Islamic Law)

the Hadith (meaning the whole corpus of hadiths*)

the Ka'bah (meaning the shrine in Makkah)

the Ummah (meaning Muslims or Muslim society in their entirety)

the Hijrah (meaning the hijrah of the Prophet from Makkah to Madinah)

গ) মূলে আরবি নয় এমন জাতিবাচক বিশেষ্য, একক রেফারেন্স

মূলে আরবি নয় এমন জাতিবাচক বিশেষ্য (তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আরবি/কুরআনের ধারণা সম্বলিত) যা তাদের অর্থের বলে একক রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলো একক রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং প্রারম্ভিক বড় হাতের আকারে লিখতে হয়। এগুলোর সাথে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট আর্টিকেল ব্যবহৃত হয় ঃ

www.pathagar.com

the Revelation (meaning the Qur'an)

the Law (meaning the Shari'ah)

the Garden (meaning Paradise)

the Fire (meaning Hell)

the Last Day, the Day of Judgment

the Hour, the Day (meaning the Last Day)

নিচের কিছু কিছু শব্দ নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রারম্ভিক বড় হাতের অক্ষরে লিখা হয়েছে তবে তাদের আগে কোন আর্টিকেল ব্যবহৃত হয়নি ঃ Paradise, Heaven, Hell. আরো লক্ষ্যণীয় যে, প্রায়ই একই রকম কিছু শব্দ যেগুলো সাধারণ বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এগুলোর জন্য কোন নির্দিষ্ট আর্টিকেল ব্যবহৃত হয় না ও প্রারম্ভিক বড় হাতের অক্ষরও এগুলোর জন্য ব্যবহৃত হয়নি ঃ heavens (=skies), hellfire, hereafter, universe, earth.

ঘ) **ইসলামী ক্যালেণ্ডারের মাস, পর্ব**

ইসলামী ক্যালেণ্ডারের মাসের নাম, ইসলামী দু'উৎসবের নাম বড় হাতের অক্ষরে লিখা হয় তবে এগুলোকে ইটালিক বা প্রতিবর্ণায়ন করা হয় না ঃ

Muharram

Safar

Rabi' I

Rabi' II

Jumada I

Jumada II

Rajab

Sha'ban

Ramadan

Shawwal

Dhu al-Qa'dah

Dhu al-Hijjah

'Id al-Fitr

'Id al-Adha

www.pathagar.com

ঙ) মাযহাব, গোত্র ও রাজবংশের নাম

সাধারণ নিয়মেই মযহাব, গোত্র ও বংশের নাম যেগুলো সাধারণভাবে ব্যবহারে চলে এসেছে সেগুলোর কোন ইটালিক বা প্রতিবর্ণায়ন হয় না, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলো প্রারম্ভিক বড় হাতের অক্ষরে লিখা হয়। উদাহরণ নিচে দেয়া হলোঃ

Mu'tazilites (not Mu'tazilah)

Umayyads (not Umawiyyūn)

Abbasids (not 'Abbāsiyyūn)

Ottomans (not 'Uthmāniyyūn)

Kharijites (not Khawārij) ইত্যাদি।

টেকনিক্যাল আলোচনায় কোন আরবি আলোচক যদি এমন কোন শব্দ বুঝতে না পারেন তাকে প্রতিবর্ণায়ন করে বন্ধনীবদ্ধ করতে হবে বা পাদটীকায় বুঝাতে হবেঃ

চ) জাতিবাচক মূল আরবি নাম ও এগুলোর সাধারণ ব্যবহার

জাতিবাচক মূল আরবি নাম যেগুলো সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলোর ইটালিক করা হয় না ও বড় হাতের অক্ষরে সেগুলো লিখা হয় না এবং এগুলোতে কোন diacritical চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না 'এই চিহ্ন ছাড়া ঃ

'alim*

dhikr

fatwa*

fiqh

hadith*

hijrah

hajj

ijma'

ijtihad

imam*

jihad

jinn

mufti*

www.pathagar.com

qiblah

salah

surah*

zakah

কোন কোন ইংরেজি অভিধানে * (তারকা) চিহ্ন দিয়ে কোন কোন শব্দ লিখা হয়, সেগুলোর সাথে -s যোগ করে বহুবচন (plural) করে নিতে হয়, 'alims, fatwas, etc.

পরিশিষ্ট ৩

প্রতিবর্ণায়ন সারণী

১. ব্যঞ্জণবর্ণ ঃ

b	ب	ṭ	ط
t	ت	ẓ	ظ
th	ث	‘	ع
j	ج	gh	غ
ḥ	ح	f	ف
kh	خ	q	ق
d	د	k	ك
dh	ذ	l	ل
r	ر	m	م
z	ز	n	ن
s	س	h	ه
sh	ش	w	و
ṣ	ص	y	ي
ḍ	ض		

www.pathagar.com

২. স্বরবর্ণ ঃ

ক) হ্রস্ব স্বরবর্ণ

(i)	a	فتحة َ	(ii)	a	همزة بالفتح أ
	u	ضمة ُ		u	همزة بالضم أُ
	i	كسرة ِ		i	همزة بالكسر إِ

খ) দীর্ঘ স্বরবর্ণ

ā	اَ	যেমন ঃ	*ḥar ām*	حَرَام
ū	وْ		*rasūl*	رَسُوْل
ī	يْ		*dīn*	دِين
ā	الف مدة		*ādāb*	آداب
ā	الف مقصورة		*Mūsā*	موسىَ

৩. দ্বি-স্বর

ay	يْ َ	e.g.	*bayt*	بَيْت
aw	وْ َ		*yawm*	يَوْم

৪. হামযা

কোন শব্দের প্রারম্ভ ছাড়া (উপর্যুক্ত (a) ii (2) এর ন্যায় মনে করতে হবে), ইনভারটেড কমা সহকারে হামযাকে প্রতিবর্ণায়ন করা হয় (')। কিছু উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

(১)	মাধ্যমিক আকার		(২)	চূড়ান্ত আকার	
	sa'ala	سأَلَ	e.g.	*qara'a*	قرأَ
	ra'ā	رَأى		*ashyā'um*	أشياءْ
	ra's	رَأس		*bad'an*	بدْءًا
	as'ilah	أسئِلة		*hanī'an*	هَنِيئا
	ḍa'īl	ضَئِيل		*fuqahā'u*	فقهَاءُ
	mi'dhanah	مِئْذنة		*yajī'u*	يَجِيءُ

www.pathagar.com

mu'min	مُؤْمِن	*ḍaw'un*	ضَوْءٌ
ru'ūs	رُؤُوس		
murū'ah	مُرُوءَة		

৫. **আরও দ্রষ্টব্য ঃ**

ক. সংশ্লিষ্ট শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট আর্টিকেল *al-* অভাংগা অবস্থায় শব্দের সাথে যুক্ত হবে। যেমন : al-Bukhārī; al-qamar।

খ. স্ত্রীলিঙ্গবাচক বিশেষ্য দিয়ে শেষ হয় এমন শব্দের শেষে *–a* না লিখে *-ah* লিখতে হবে। তবে শব্দটি কোন -idāfah গঠনের প্রথম উপকরণ হলে সেক্ষেত্রে শেষের *tā' marbūṭah* কে *-at* লিখে অধিকতর স্পষ্ট করতে হবে। যেমন, Madīnat al-Nabī (Madinah al-Nabī নয়)। সে যাই হোক শব্দটি কোন বিশেষণীয় শব্দ গঠনের উপকরণ (element) হলে (যেখানে উভয় শব্দের নির্দিষ্ট আর্টিকেল রয়েছে), সেক্ষেত্রে শব্দের শেষের *-ah* থেকে যাবে। যেমন : *al-dawlah al-islāmiyyah*।

গ. ইংরেজিতে সাধারণতঃ ব্যঞ্জন বর্ণকে ডাবল করে *Shaddah* উপস্থাপন করা হয় যেখানে এ সংকেত (Symbol) টি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন : Muhammad, hajj, তবে যখন কোন শব্দের শুরুতে Arabic sun-letter এ পূর্বে *al-* ব্যবহৃত হয়ে *Shaddah* হয় তখন এটি প্রতিবর্ণায়নে প্রতিফলিত হয় না। যেমন : al-Raḥmān al-Raḥīm (al-Raḥmān, ar-Raḥmān বা arraḥmān নয়)। *Shaddah*'র সাথে *yā'* সহকারে যখন কোন বিশেষ্য (noun) শেষ হয় তখন সাধারণভাবেই *ī* এর ন্যায় এটি প্রতিবর্ণায়িত হয়। যেমন : *āyat al-Kursī* (*āyat al-Kursīyy* নয়)।

ঘ. বিশেষণ (adjectives) : পুংলিঙ্গের বেলায় *-i/ī* এবং স্ত্রীলিঙ্গের বেলায় *-īyyah* ব্যবহৃত হবে। যেমন : *al-Kitāb al- 'arabī; al-maktabah al-islāmiyyah*।

ঙ. শব্দ শেষের চিহ্ন *–an, -in* বা *-un* দিয়ে বা tā' Marbūṭah এর ক্ষেত্রে *–tan, -tin* বা *-tun* দিয়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে *tanwīn* (nunation) প্রকাশিত হয়।

আরবিতে 'এবং' (and) এর জন্য *wa* কে সর্বদা পুরোপুরি লিখা হয় এবং এর জন্য শেষে কোন hyphen ব্যবহৃত হয় না, এবং পরে ব্যবহৃত *al-*লোপ হয় না। যেমন : *al-shamsu wa al-qamaru biḥusbān* (*al-shamsu wa'l-qamaru* নয়); *Zaynab wa Fātīmah* (*Zaynab wa- Fāṭimah* নয়)।

www.pathagar.com

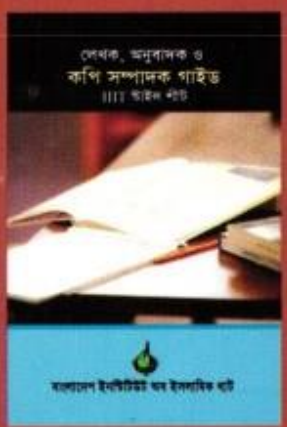

ISBN
984-70103-0012-0

www.pathagar.com